রাঁচি, সোমবার
08:05:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>205 >>24 Boisakh 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২০৫ >> << ২৪শে, বৈশাখ ১৪৩০>>

প্যারাগুয়ের কট্টর ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী গ্রেফতার

প্যারাগুয়ে ঃ প্যারাগুয়ের পুলিশ শুক্রবার কট্টর ডানপন্থী জনতুষ্টিবাদী প্যারাগুইয়াও কিউবাসকে আটক করেছে। তিনি গত রবিবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন । এরপর তিনি ভিত্তিহীন ভোট জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন এবং তার সমর্থকদের প্রতিবাদ করার জন্য উস্কানি দেন। পুলিশ কমিশনার গিলবার্তো ফ্লিটাস এক রেডিও সাক্ষাৎকারে বলেন, শান্তি ভঙ্গের অভিযোগে অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ের আদেশে কিউবাসকে আটক করা হয়েছে। ন্যাশনাল ক্রুসেড পার্টির প্রার্থী কিউবাস রবিবারের নির্বাচনে ২৩ শতাংশ ভোট পান। আসুন নিওন থেকে ১৫ কিলোমিটার (৯ মাইল) দূরে, সান লরেঞ্জোতে তার হোটেলের বাইরে কর্মকর্তারা যখন তাকে আটক করে, তখন তিনি ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচার করছিলেন। ফ্লিটাস বলেন, কিউবাস কোনো ঝামেলা ছাড়াই পুলিশের গাড়িতে ওঠেন, কিন্তু তিনি সরাসরি সম্প্রচার চালিয়ে যান। সোমবার থেকে কিউবাস সমর্থকদের বলছিলেন যে, তিনি লাগাতার বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিতে রাজধানীতে যাচ্ছেন।

বাজার দর
SENSEX : 61054.29 -694.96
NIFTY : 18069.00 -186.80

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °c	26.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.19 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.11 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আফগানিস্তানে লিঙ্গবৈষম্য জনিত নিপীড়নের অপরাধ উদ্বেগজনক ঃ জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা

জেনেভা ঃ তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে, মানবাধিকার বিষয়ক একটি সপ্তাহব্যাপী বিশেষ মিশন পরিচালনা করে জাতিসংঘ। এই বিশেষ মিশন দেশটিতে নজিরবিহীন মাত্রায় পদ্ধতিগত লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য দেখতে পায়। এই বৈষম্য দরিদ্র দেশটির ভবিষ্যতকে মারাত্মক হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে । জাতিসংঘের দুই সদস্যের মিশন শুক্রবার তাদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রকাশ করেছে।এতে বলা হয়, জাতিসংঘ ও স্থানীয় এনজিওগুলোতে আফগান নারীদের কাজ করা নিষিদ্ধ করে তালিবানের সর্বসাম্প্রতিক আদেশের কারণে সৃষ্ট দীর্ঘদিনের মানবিক সংকট এবং গভীর অস্থিরতার মধ্যে গবেষণাটি বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। প্রায় দুই বছর আগে আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর থেকে, তালিবান মেয়েদের ষষ্ঠ শ্রেণির বেশি শিক্ষা গ্রহণে এবং বেশিরভাগ সরকারি চাকরি ও জনসমাগমস্থলে নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। জাতিসংঘ তাদের তদন্তকারী দলকে উদ্ধৃত করে বলেছে, আমাদের মিশন পরিচালনার সময়, আফগানিস্তানে নারী ও মেয়েদের মানবাধিকারের ওপর দমন পীড়নের কারণে তাদের জীবন কীভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তা নথিভুক্ত করেছি। তারা কঠোর পর্দা বিধি আরোপ করেছে এবং কথিত 'নৈতিক অপরাধের' অভিযোগে নারী ও মেয়েদের আটক করছে। মিশনে ছিলেন আফগান মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক (রেপোর্টিয়ার) রিচার্ড বেনেট এবং নারী ও মেয়েদের প্রতি বৈষম্য বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের চেয়ারম্যান ডরোথি এস্ট্রাডাট্যাঙ্ক। তারা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল ও উত্তরাঞ্চলীয় বলখ প্রদেশে তালিবান প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, নারী সংগঠন, উদ্যোক্তা, ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। জাতিসংঘের কার্যালয় আফগানিস্তানের জনগণের পক্ষে থাকার এবং কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে, বলেছে যে তারা চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও পিছু হটতে পারে না।

ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পাকিস্তানে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা

পেশোয়ার ঃ 'ধর্ম অবমাননার' অভিযোগ তুলে পাকিস্তানে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন বিক্ষুব্ধ জনতা। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পিটিআইয়ের এক সমাবেশে এ ঘটনা ঘটে বলে রোববার জানিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা।

গতকাল শনিবার দেশটির উত্তরপশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ খাইবার পাখতুনখাওয়ার মারদান শহরের সাওয়াল ধের এলাকায় ওই ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যা করার এ ঘটনা ঘটে। আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী এ প্রদেশটি 'অতি রক্ষণশীল' হিসেবে পরিচিত। পুলিশ জানিয়েছে, গণপিটুনিতে নিহত ওই ব্যক্তির নাম নিগার আলম। ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ এর সমাবেশ শেষে মোনাজাতের কথা বলা হয় তাঁকে। কিন্তু এ নিয়ে নিগার আলমের মন্তব্য উপস্থিত জনতাকে ক্ষুব্ধ করে। এই পরিস্থিতিতে ওই ব্যক্তি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। তবে ক্ষুব্ধ জনতা একজন আত্মীয়ের বাড়িতে তাঁকে খুঁজে পায়।

জেলা পুলিশপ্রধান নাজিব উর রহমান বলেন, 'ক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে কয়েক জন সীমানাপ্রাচীর টপকে বাড়িতে ঢোকেন। এরপর নিগার আলমকে লাঠিসোঁটা দিয়ে পেটাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু লোকজন এত ক্ষুব্ধ ছিল যে তাঁদের আটকানো পুলিশের জন্য কঠিন ছিল। একপর্যায়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়।'

একদল ক্ষুব্ধ জনতা এক ব্যক্তিকে পেটাচ্ছেন এমন একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা যায়, একজন ব্যক্তিকে পেটাচ্ছেন উন্মত্ত জনতা। পুলিশ সদস্যরা তাঁদের থামানোর বৃথা চেষ্টা করছে।

এ ঘটনা যখন ঘটে তখন ইমরান খান সমাবেশস্থলে ছিলেন না। বিষয়টি নিয়ে ইমরানের দলের কেউ মন্তব্যও করেননি। সংখ্যালঘুর অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন সেন্টার ফর সোশ্যাল জাস্টিস এর হিসাবে, পাকিস্তানে ১৯৮৭ সাল থেকে দুই হাজারের বেশি মানুষের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে অন্তত ৮৮ জন গণপিটুনিতে প্রাণ হারান।

সৌদি আরবে আলোচনায় বসছে সুদানের যুদ্ধরত পক্ষগুলো

জেদ্দা ঃ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, একটি দৃঢ় যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য, সুদানের সংঘাতে লিপ্ত দুই পক্ষ শুক্রবার সৌদি আরবে দূত পাঠিয়েছে।

সৌদি আরবের জেদ্দা শহরে শনিবার থেকে শুরু হতে যাওয়া এই আলোচনা, দুই পক্ষকে মুখোমুখি করার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার ফল। আশা করা হচ্ছে, যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে এই আলোচনায় একটা সমঝোতা হবে। সুদানের কর্মকর্তারা দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছেন, জেদ্দায় অনুষ্ঠেয় আলোচনায় সহযোগিতা করবে সৌদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র। সুদানের কর্মকর্তারা এপিকে আরো জানিয়েছেন, খার্তুম ও ওমদুরমানে মানবিক সহায়তার জন্য করিডোর খোলা এবং স্বাস্থ্য সুবিধাসহ বেসামরিক অবকাঠামোর সুরক্ষা দেয়া, আলোচনায় স্থান পাবে। গত ১৫ এপ্রিল সুদানের লড়াই শুরু হওয়ার পর, এই প্রথম জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ বুরহানের নেতৃত্বাধীন সামরিক বাহিনী এবং জেনারেল মোহাম্মদ হামদান দাগালোর নেতৃত্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বী আধাসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের প্রতিনিধিরা মুখোমুখি আলোচনায় বসছেন শনিবার। এই লড়াইয়ে কয়েকশ' মানুষ নিহত হয়েছেন এবং কয়েক লাখ মানুষ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আর, এই যুদ্ধ সুদানকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। আগের দুর্বল যুদ্ধবিরতি চুক্তিগুলো লড়াই অবসানে ব্যর্থ হওয়ার পর, শনিবার এই আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়। জাতিসংঘের অভিবাসন সংস্থা চলতি সপ্তাহে জানিয়েছে, লড়াইয়ের কারণে অন্তত তিন লাখ ৩৪ হাজার মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এর বাইরে, আরো একলাখ মানুষ সুদান ছেড়ে পালিয়ে গেছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, এই লড়াইয়ের ফলে আট লাখেরও বেশি মানুষ সুদান ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। লুটপাটের কারণেও ত্রাণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। চলতি সপ্তাহের শুরুতে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) জানায়, সুদান জুড়ে তাদের গুদাম থেকে প্রায় ১৭ হাজার টন খাদ্য চুরি হয়ে গেছে।

নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই লুপুংডিহে বিনামূল্যে চক্ষু চেকআপ ক্যাম্প

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে এএসজি আই হাসপাতালের সহযোগিতায় নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই ইনস্টিটিউট লুপুংডিহে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা সহ পরিচালক ডাঃ জটা শঙ্কর পান্ডে বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করাই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। গ্রামীণ জনপদে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে সরকার কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, মানবতার সেবাই সর্বোচ্চ ধর্ম। যদি মানুষের অন্তর থেকে পরোপকার গুণ লোপ পায়, তবে এই পৃথিবী পশুসুলভ হয়ে যাবে, যেখানে একটি চার পায়ের প্রাণী এবং একটি মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না। তিনি বলেন, যে কোনো সমাজ বা জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সকল মানুষের সুখী হওয়া প্রয়োজন। কিছু মানুষও যদি দুঃখকষ্টে ভুগতে থাকে, তাহলে সেই সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে না। যদি সমাজের একটি অংশের আরাম আয়েশ ও সুযোগ সুবিধা থাকে এবং অন্যরা কষ্ট করে জীবনযাপন করে, তবে সেই সমাজ অবশ্যই দুর্বিপাক পাবে। ক্যাম্পে ৫০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। যার মধ্যে ১০ জন রোগীকে চোখের অস্ত্রোপচারের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যাম বিহারী শর্মা, নাজমুল হাসান, আনন্দ মিশ্র, সঞ্জয় কুমার, শান্তি রাম মাহাতো, জগদীপ পান্ডে, হরি নারায়ণ সাভ, কৃষ্ণ চন্দ্র মাহাতো, অজয় কুমার মন্ডল, দেব কৃষ্ণ মাহাতো, নিমাই মন্ডল প্রমুখ।

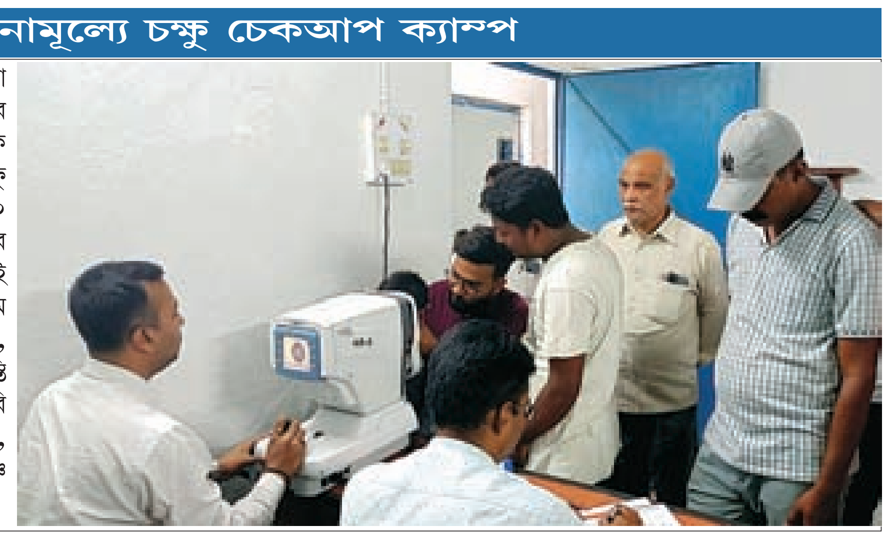

মহামিছিল সবার নজর এখন সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে ডিএ মামলার পরের শুনানি জুলাই মাসে

দাবি আদায়ে 'মহামিছিলে' পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারীরা

কলকাতা ঃ অবস্থান আন্দোলনের ১০০ দিনে চার ঘণ্টার 'মহামিছিলে' সামিল হন পশ্চিমবঙ্গের কয়েক হাজার সরকারি কর্মচারী। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতার দাবি পূরণ না হলে লাগাতার ধর্মঘটের পরিকল্পনা তাদের। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের মহার্ঘ ভাতা বা ডিএর ফারাক ঘোচাতে আন্দোলনে নেমেছেন সরকারি কর্মীরা। শহিদ মিনার চত্বরে গত ১০০ দিন ধরে অবস্থান করছেন, অনশনও করছেন আন্দোলনকারীরা। শনিবার তারা রাজপথে 'মহামিছিল' কর্মসূচি পালন করেন। এতে ৩৫ হাজারের বেশি সরকারি কর্মী অংশ নেন বলে দাবি আঃেদালনকারীদের। তবে পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতির মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

বকেয়া প্রদান, স্বচ্ছ নিয়োগ, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণসহ চার দফা দাবিতে এই আন্দোলন করছেন কর্মচারীরা।

রাজ্য সরকারি কর্মী, শিক্ষক, পুরসভার কর্মচারীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরিরতদের একটা অংশ এই আন্দোলন করছেন। রাজ্য সরকার বর্ধিত হারে ডিএ দিতে অপারগ, এ কথা বার বার বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিন শতাংশ ডিএ ঘোষণা করা হলেও তাতে সন্তুষ্ট নন কর্মীরা। নবান্নের সঙ্গে তাদের আলোচনায় সমাধান মেলেনি। ডিএ নিয়ে আইনি লড়াই পৌঁছেছে সর্বোচ্চ আদালতে। এমন অবস্থায় কর্মচারীদের অন্যতম সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতৃত্বে 'মহামিছিল' এর ডাক দেয়া হয়।

মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে অন্যতম নেতা ভাস্কর ঘোষের দাবি, ''৩৫-৪০ হাজার কর্মী সামিল হয়েছেন এ দিনের কর্মসূচিতে। এতো কর্মী পথে নামায় সরকারের উপর চাপ বাড়লো। আমরা লাগাতার ধর্মঘটের কথা ভাবছি।'' এই কর্মসূচি ঘিরে ছিল ব্যাপক প্রস্তুতি নেয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পুলিশের বিপুল উপস্থিতি, মোড়ে মোড়ে ব্যারিকেড, তৈরি ছিল জলকামান। আদালতের নির্দেশে মিছিলের ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়। মিছিলের যাত্রাপথে দুইটি স্থান বেশি স্পর্শকাতর ছিল। প্রথমটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির এলাকা। কালীঘাট দমকল কেন্দ্রের আশপাশে তাই কঠোর নিরাপত্তা ছিল। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে সাধারণ মানুষের যাতায়াতেও কড়া নজর ছিল পুলিশের।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি হরিশ মুখার্জি রোডে। এই বাড়ির সামনে দিয়েও যায় মিছিল। এ দিন বাড়িতে নয়, মুর্শিদাবাদে ছিলেন অভিষেক। ৭১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কার্যালয়ের সামনে দিয়েই শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিল যায়। শুধু এ সব স্পর্শকাতর জায়গা নয়, মিছিলের কোনো অংশে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে দুপুর একটা থেকে বিকেল চারটের মধ্যে মিছিল করার কথা ছিল। হাজরা মোড় থেকে বেলা একটা দশ মিনিট নাগাদ মিছিল শুরু হয়। আড়াই ঘণ্টা পর সেখানেই এসে মিছিল শেষ হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছের এলাকা বা হরিশ মুখার্জি রোডের মতো কলকাতার যে সব এলাকায় বছরের পর বছর মিছিল বন্ধ, সেখানে আদালতের নির্দেশে হেঁটেছেন কর্মচারীরা। এটা কি মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ? আন্দোলনের নেতা, শিক্ষক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, ''কাউকে চ্যালেঞ্জ করছি না। নিজেদের দাবি জোরালো ভাবে জানাচ্ছি। দাবি আদায় করাটাই চ্যালেঞ্জ বলতে পারেন।''

রাজ্য সরকার ও শাসক দল এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে বার বার প্রশ্ন তুলেছে। তৃণমূল মুখপাত্র, সাংসদ সৌগত রায়ের মন্তব্য, ''মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছেন, রাজ্যের হাতে ডিএ মেটানোর টাকা নেই। কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। তা সত্ত্বেও এই আন্দোলন চালানোর যুক্তি কী?''

এ দিনের মিছিল শেষে হাজরা মোড়েই সভা করেন সরকারি কর্মীরা। সেখানে বক্তৃতা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, কংগ্রেস নেতা আব্দুল মান্নান, সাবেক তৃণমূল বিধায়ক সোনালি গুহ প্রমুখ। তারা আন্দোলনকারীদের সমর্থন জানান।

আন্দোলনকারীরা মনে করছেন, মিছিলে বিপুল সংখ্যায় কর্মীদের সমাগম তাদের কর্মসূচিকে সার্থক করেছে। কিন্তু তাতে রাজ্যের মনোভাবে পরিবর্তন হবে কি? রাজনৈতিক বিশ্লেষক, অধ্যাপক রাজাগোপাল ধর চক্রবর্তী বলেন, ''১০ লক্ষ কর্মচারীকে বাড়তি ডিএ দিতে যে খরচ হবে, সেই অর্থ লক্ষ্মীর ভান্ডারে বরাদ্দ করলে অনেক বেশি মানুষকে সুবিধা দেয়া যাবে। রাজ্য সরকার এটা জানে। তাই কর্মীদের দাবি মানছে না। তবে এতো দিন ধরে কর্মীরা আন্দোলন করলে সেটা সরকারের কাছে স্বস্তির নয়।''

সবার নজর এখন সুপ্রিম কোর্টে। সেখানে ডিএ মামলার পরের শুনানি জুলাই মাসে।

বিজেপির ঝান্ডা হাতে নিলে কেন্দ্র পুলিশ আর তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে নিলে সুরক্ষা দিচ্ছে রাজ্য পুলিশ ঃমহম্মদ সেলিম

জলপাইগুড়ি ঃ চোর জোচ্চোর দুর্নীতিবাজদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বাংলা। বিজেপির ঝান্ডা হাতে নিলে কেন্দ্র পুলিশ সুরক্ষা দিচ্ছে। আর তৃণমূলের ঝান্ডা হাতে নিলে সুরক্ষা দিচ্ছে রাজ্য পুলিশ। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে এসে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে জলপাইগুড়ি রবীন্দ্রভবনে নির্বাচনী কর্মীসভার আয়োজন করে সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটি। এই কর্মীসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ সেলিম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক সলিল আচার্য সহ দলের বিভিন্ন নেতা কর্মীরা। রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ মানুষের সরকার গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলার আহ্বান জানান সিপিএম নেতারা। মহম্মদ সেলিম এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, সমস্ত চোর জোচ্চোর দুর্নীতিবাজদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে বাংলা। সিবিআই, ইডি তাদের কাজ করছে তৃণমূলীদের বিরুদ্ধে। আর সিআইডি তৎপর রয়েছে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে। পঞ্চায়েত ভোট প্রসঙ্গে মহম্মদ সেলিম বলেন, আমরা চাইছি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন। এতদিনে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে যাওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন তিনি। কটাক্ষ করে বলেন, তৃণমূল ও বিজেপি মানুষের কাছে পরীক্ষা দিতে ভয় পাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরের মধ্যেই অভিষেক ব্যানার্জীর কনভয় আটকে বিক্ষোভ

মালদা। মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরের মধ্যেই অভিষেক ব্যানার্জীর কনভয় আটকে বিক্ষোভ। প্রধান, উপপ্রধান এবং ব্লক সভাপতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ইংলিশ বাজার থানার বিনোদপুর অঞ্চলের সাতটারি এলাকায়।
অভিষেকের কোনভয় আটকে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান এবং ব্লক তৃণমূল সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন গ্রামবাসীরা। জানা যায় বৃহস্পতিবার দুপুরে ইংলিশ বাজার ব্লকের সাতটারি এলাকা দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয় মোথাবাড়িতে জনসভার উদ্দেশ্য যাচ্ছিলো। ঠিক সেই সময় সাতটারি এলাকায় অভিষেকের কোনভয় আটকে ব্লক তৃণমূল সভাপতি এবং পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ প্রধানের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান। পাশাপাশি সমস্ত বিষয় মৌখিক ভাবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে জানান গ্রামবাসীরা। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে। শেষমেষ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন হয়ে স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

চাঁচলে অভিষেকের নবজোয়ার কর্মসূচিতে দফায় দফায় বিশৃঙ্খলা, ভোটদানে কারচুপির অভিযোগ থেকে ধস্তাধস্তিহাতাহাতি

মালদা ঃ চাঁচলে অভিষেক ব্যানার্জীর নবজোয়ার কর্মসূচিতে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা। মালদায় আজ অভিষেকের নবজোয়ার কর্মসূচির প্রথম দিন। হবিবপুর, সামসি হয়ে চাঁচলে আসেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড।চাঁচল স্টেডিয়াম মাঠে রাত্রিবাস করবেন তিনি।রাত্রি ৮ টা নাগাদ চাঁচলে এসে পৌছান অভিষেক।স্টেডিয়াম মাঠেই ৯ টি ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট কেন্দ্র করা হয়।প্রত্যেক অঞ্চল থেকে ভোট দিতে আসেন তৃণমূল কর্মীরা।কিন্তু ভোট দান শুরু হতেই দফায় দফায় উত্তেজনা। প্রথমে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোট দান কেন্দ্রে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। লাইনে থাকা ভোটারদের অভিযোগ ভোটে কারচুপি হচ্ছে। অভিষেক ব্যানার্জীর নির্দেশ অনুযায়ী ভোট হচ্ছে না। ব্যালট গোপন থাকছে না। তারপরে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের দৌলতনগর গ্রাম পঞ্চায়েত,চাঁচল ২ নম্বর ব্লকের খেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, ধানগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, গাজল ব্লকের বাবুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, সহ বিভিন্ন ভোটদান কেন্দ্রে হাতাহাতি থেকে ধস্তা ধস্তি শুরু হয় তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে। চেয়ার ভাঙচুর হয়। অভিষেক ব্যানার্জি মঞ্চে উঠেন রাত্রি দশটার পর।সেই সময় গাজল থেকে আগত একদল তৃণমূল কর্মী বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। মঞ্চ থেকে তৃণমূল কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সহ একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ করেন।মালদা জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, সুষ্ঠ ভাবে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এক দুই জায়গায় সমস্যা হতে পারে। আমাদের গণতান্ত্রিক দল তাই এত বড় প্রক্রিয়া করছে।জেলা মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী মৃণালিনী মাইতি বলেন, আজ নবজোয়ার যাত্রার নবম দিন এবং মালদা জেলায় প্রথম দিন। অভিষেক ব্যানার্জিকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো এইরকম একটা উদ্যোগের জন্য। ছোটখাটো সমস্যা হতেই পারে এত বড় একটা প্রক্রিয়ায়।

পাঁচ দফা দাবিতে মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে স্মারকলিপি পোড়াঝার কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটির

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে মাটিগাড়ার কাওয়াখালিতে উপনগরী গড়ার জন্যে জমিও দিয়ে ঘোষণা মতো ক্ষতিপূরণ মেলেনি। ১৯ মাস ধরে লাগাদার আন্দোলন, প্রতিবাদে সামিল তারা। পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে আজ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতিকে স্মারকলিপি দিলো পোড়াঝার কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটি। ২০০৭ সালে বাম আমলে জমি অধিগ্রহণ করেছিল শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদ। সেইসময় ঘোষণা করা হয়েছিল ৩ থেকে ৫ কাঠা জমির পরিবর্তে দেওয়া হবে পুনর্বাসনের জন্যে প্লট। আর ১০ কাঠার ওপর জমি দিলে তাদের হাতে ফ্ল্যাট দেওয়া হবে। কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হয়নি। বহু জমিদাতা আজও সরকারি ঘোষণা মতো কিছুই পাননি। বাম আমল থেকেই পৃথক ভূমিরক্ষা কমিটি গড়ে আঃেদালন শুরু হয়।২০১১'তে রাজ্যে নতুন সরকার আসার পরও জট কাটেনি। ১৫ বছর পরও সমস্যার সমাধান অধরা। বার বার স্রেফ প্রতিশ্রুতিই মিলেছে। প্রতিবাদে আজ কাওয়াখালী এলাকার ভূমিহারারা জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি সহ পাঁচ দফা দাবি তুলে স্মারকলিপি দেয়।

চাষীদের সুবিধার্থে ও চাষবাসে আরো গতি আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করলো মহকুমা পরিষদ

শিলিগুড়ি ঃচাষীদের সুবিধার্থে ও চাষবাসে আরো গতি আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করলো শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। চাষবাসের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষে ব্লক ভিত্তিক চাষিদের চারা গাছ দেবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। বৃহস্পতিবার এই বিষয় নিয়ে আয়োজিত হলো বৈঠক।বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কার্যালয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত হর্টিকালচার দপ্তরের অন্তর্গত ডিস্ট্রিক্ট মিশন কমিটির সঙ্গে বৈঠক করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুন ঘোষ। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে বিভিন্ন ব্লক ভিত্তিক সার্ভে করা হবে সেখানে জায়গা দেখা হবে, যেই জায়গায় ফলন ভালো হবে সেখানে সেই চারা গাছ দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি ১৫৫টি ICDS সেন্টার দেখা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধরণের চারা গাছ লাগানো হবে। যেখানে যেই গাছের ফলন ভালো সেখানে সেই গাছ লাগানো হবে বলে জানান সভাধিপতি অরুন ঘোষ।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক নাবালকের

মালদা ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক নাবালকের। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার মোসমপুর এলাকায়। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।
বেপরোয়া ট্রাক্টরের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক নাবালকের। জানা গেছে মৃত ওই নাবালকের নাম আসাদুল্লা শেখ। বয়স ১৩ বছর। পরিবার সূত্রে জানা যায় এদিন বাড়ির পাশে বসে ছিল ওই নাবালক। ঠিক সেই সময় বেপরোয়া একটি ট্রাক্টর তাকে পিষে দিয়ে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকরা ওই নাবালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পরে থাকা একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল গাঁজা

শিলিগুড়ি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পরে থাকা একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ থেকে উদ্ধার হল গাঁজা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়।।
জানা গিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে একটি ব্যাগ পরে থাকতে দেখে রেল পুলিশ। তাতে তল্লাশি চালালে উদ্ধার হয় দুটি প্যাকেট গাঁজা। যার ওজন ৭ কেজি ৯৩০ গ্রাম। ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। তবে ব্যাগের মালিকের খোঁজ শুরু করেছে রেল পুলিশ। বৃহস্পতিবার, রেল পুলিশের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি জানানো হয়

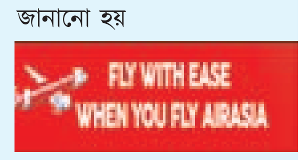

সামনে যেহেতু পঞ্চায়েত নির্বাচন, তাই এখন ওদের নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। আমি বলে রাখি এনআরসি হতে দিব না এরাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী

মালদা ঃ এনআরসি নিয়ে আবারো ওরা চিঠি পাঠিয়েছে। সরাসরি না পাঠালেও ঘুরপথে রাজ্যকে এনআরসি লাগু করার কথা বলতে চাইছে। সামনে যেহেতু পঞ্চায়েত নির্বাচন, তাই এখন ওদের নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। আমি বলে রাখি এনআরসি হতে দিব না এরাজ্যে । তবে আপনারা নিজেদের সরকারি সচিত্র পরিচয় পত্র ঠিকঠাক রাখবেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে মালদা জেলায় প্রশাসনিক বৈঠক করতে গিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে নাম না করে এভাবেই তুলোধোনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তিনি বলেন, ওদের এত এনআরসি নিয়ে মাথা ব্যথা কেন জানি না । বলছে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ বিভিন্ন সরকারি পরিচয় পত্র না থাকলে ফরেন অ্যাকটে ব্যবস্থা নিবে। অথচ মালদায় গঙ্গা ভাঙনের সর্বশ্রান্ত হতে বসেছে বহু মানুষ । বাংলাদেশের সঙ্গে কেন্দ্রের জল চুক্তি বাবদ রাজ্য ৭০০ কোটি টাকা পাবে, তাতে কোন মাথাব্যথা নেই। পাঁচ বছরে একটা টাকাও দেয়নি ওরা। অথচ দেখুন যেই নির্বাচন এসেছে আবার এনআরসির নিয়ে এখন ওদের মাথাচাড়া দিয়েছে। এই বাংলায় এনআরসি হবে না। এদিন দুপুর দেড়টা নাগাদ মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে জেলা প্রশাসনিক বৈঠক শুরু হয় সেই বৈঠক শেষ হয় বিকেল চারটায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের পুর ও নগোরন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ফিরাদ হাকিম, সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, আরো দুই মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন । এছাড়াও রাজ্যসভার সাংসদ মৌসুম নূর, রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ ত্রিবেদী, রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য। পাশাপাশি উপস্থিত হয়েছিলেন মালদা , মুর্শিদাবাদ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার তিন জেলাশাসক। এদিন মূলত মালদা এবং মুর্শিদাবাদ জেলাকে নিয়েই এই প্রশাসনিক বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মালদা জেলার জন্য ১২৭ কোটি টাকার মোট ১০০ টি প্রকল্পের শিলান্যাস এবং শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার ২৪টি জনমুখী প্রকল্পের ৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, গাজোলে একটি ১০০ বেডের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল দ্রুত চালু করতে হবে। সামসেরগঞ্জের ভাঙ্গনের জন্য দুই দফায় ৫০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে ভাঙ্গন কবলিত এলাকার পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটারের ব্যাসার্ধে কোন জনবসতি এরপর থেকে গড়তে দেওয়া যাবে না। গরিব মানুষদের পাট্টার বিনিময়ে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু ভাঙ্গন বিপর্যয়ের মধ্যে হঠাৎ করে গ্রামবাসীরা যাতে না পড়ে যান সেজন্যই এবার থেকে গঙ্গা তীরবর্তী পাঁচ থেকে ছয় কিলোমিটার এর মধ্যে কোন জনবসতি গড়তে দেওয়া যাবে না বলেও প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি পাট্টা বিলির ক্ষেত্রেও বিশেষ জোর দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি।

মালদায় মুখ্যমন্ত্রী ও দলের সাধারণ সম্পাদকের জমকালো স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি

মালদা ঃ একই দিনে রয়েছে মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক । অপরদিকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর রোড শো । আর দুই কর্মসূচিতেই মুখ্যমন্ত্রী ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে রেশমের বস্ত্র, আমসত্ব এবং রসকদম্ব দিয়ে সম্বর্ধনা জানাতে চান গয়েশবাড়ি তৃণমূল অঞ্চল কমিটি নেতৃত্ব। কালিয়াচক ১ ব্লকের সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি মিরাজুল বসনির নেতৃত্বে বুধবার একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন যুব তৃণমূলের জেলার সাধারণ সম্পাদক সফিকুল আলম, গয়েশবাড়ি অঞ্চল কমিটির সহসভাপতি কামাল হাসান সহ বিশিষ্টজনের।
বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির দুইদিনের মালদা সফর । বুধবার ৩ মে উত্তর মালদার সফরসূচির ও সভার কর্মসূচি রয়েছে এবং বৃহস্পতিবার ৪ মে দক্ষিণ মালদায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির রোড শো রয়েছে। একই সঙ্গে ওই দিন দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি মালদা কলেজ অডিটরিয়ামে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন। যদিও সেই বৈঠকে সাংসদ বিধায়ক চেয়ারম্যান সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত থাকবেন । কিন্তু কোন দলীয় নেতৃত্ব এই সভায় উপস্থিত থাকতে পারবে না। কিন্তু তার মধ্যেও তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সির মাধ্যমে গয়েশবাড়ি তৃণমূল অঞ্চল কমিটি এই সুন্দর উপহার গুলি তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। এছাড়াও সুজাপুর এলাকায় সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিরবড় বড় ছবি হোডিংএ ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
জেলা যুব তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক সফিকুল আলম বলেন, বহুদিন পর মালদায় আসছেন আমাদের দলের যুবরাজ অভিষেক ব্যানার্জি। তাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত সুজাপুর। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মালদায় সফর রয়েছে। দলের দুই নেতানেত্রীকে আমরা সামান্য কিছু উপহার হিসাবে রেশমের বস্ত্র, মালদা সুস্বাদু রসকদম্ব এবং আমসত্ত্ব উপহার হিসেবে দেওয়ার চেষ্টা করব। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর রোড শোতেও প্রচুর মানুষের ঢল নামবে।

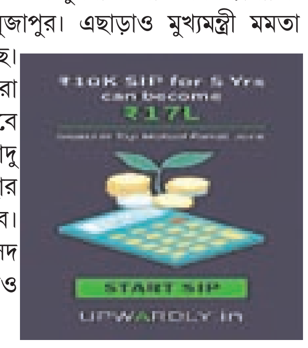

৩২ ঘণ্টা পর বিধায়কের বাড়ি থেকে বেরলেন আয়কর আধিকারিকরা

উত্তর দিনাজপুর ঃ অবশেষে তল্লাশি শেষ। প্রায় ৩২ ঘণ্টা পর বিধায়কের বাড়ি থেকে বেরলেন আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। বৃহস্পতিবার বেলা বাড়তেই বিধায়কের অফিসের সামনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় উৎকণ্ঠা বাড়ছিল কর্মীদের মধ্যে। ২৮ ঘণ্টা অনতিক্রান্ত হলেও জেরা চলছিল। বিধায়কের অফিস ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ঘিরে ফেলেছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী।এদিকে, আয়কর দপ্তরের আধিকারিকেরা বিধায়ককে জেরা করে কিছুই পায়নি।বেলা ১১টার মধ্যে তিনি ছাড়া পাবেন, এমন সংবাদে সকাল থেকে কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।বৃহস্পতিবার ভোর ৪টায় বিধায়ক দাবি করেছিলেন, কোনও দুর্নীতি তিনি করেননি। কোনও কিছুই পায়নি। সহযোগিতা করছেন তিনি। এদিন সকাল হতেই বিধায়কের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন। তাঁরা দাবি করেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক। এমন খবর অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় বাড়তে থাকে। দলের পতাকা নিয়ে আসেন অনেকে। কিন্তু বেলা বাড়তেই পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে। আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের আনাগোনা বাড়তে থাকায় আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

৪২ নাম্বার ওয়ার্ডের সর্বপল্লি এলাকাতে অবৈধ গৌডাউন ভেঙ্গে ফেললো শিলিগুড়ির মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

শিলিগুড়ি ঃ ৪২ নাম্বার ওয়ার্ডের সর্বপল্লি এলাকাতে অবৈধ গৌডাউন ভেঙ্গে ফেলা হলো শিলিগুড়ির মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে ।।৪ টা টিনের শেষ দিয়ে নির্মান করা হয়ে ছিলো ।।নোটিস দেওয়ার পর মালিক পক্ষ গৌডাউন না ভাঙ্গাতে আজ সকাল থেকে জেসিপি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা হয়।।কনো রকম বিশৃঙ্খলা না হয় সেই জন্য প্রচুর পরিমাণে ভক্তিনগর থানার পুলিশ মোতায়ন ছিল

বামফ্রন্টের কোচবিহার জেলা পরিষদ অভিযান কর্মসূচি ঘিরে উত্তাল হয়ে উঠল কোচবিহার

কোচবিহার ঃ বামফ্রন্টের কোচবিহার জেলা পরিষদ অভিযান কর্মসূচি ঘিরে বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে উঠল কোচবিহার শহর।
কৃষকের ফসলের ন্যায্য মূল্য সুনিশ্চিতকিরণ, রেগার কাজের বকেয়া মজুরি দ্রুততার সাথে মিটিয়ে দেওয়া, গ্রামীন এলাকার প্রত্যেকটি গরিব মানুষকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আওতাভুক্ত করার দাবির পাশাপাশি লুটেরাদের হটিয়ে, জনগণের পঞ্চায়েত গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে দুর্নীতি ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলা পরিষদ অভিযানের সামিল হয় বামফ্রন্ট। এদিন কোচবিহার শহরের সুনীতি রোড সংলগ্ন ব্রাহ্ম মন্দির কমপ্লেক্স চত্বর থেকে বামফ্রন্টের এক বিশাল মিছিল কোচবিহার শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে সমবেত হয় কোচবিহার জেলা পরিষদ দপ্তরের সামনে। এখানেই তাদের মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। এই সময় পুলিশের সাথে সামান্য ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন বাম কর্মী সমর্থকেরা। সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সংশ্লিষ্ট এলাকায়। এরপর জেলা পরিষদের সামনের রাস্তায় বসে পড়েন বাম নেতাকর্মীরা এখানেই প্রতিবাদ সভায় শামিল হন তারা। বক্তব্য রাখেন কোচবিহার জেলা বামফ্রঃেটর আহ্বায়ক অনন্ত রায়, সিপিআই এম নেতা তমসের আলি, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অক্ষয় ঠাকুর প্রমুখ।

পারিবারিক বিবাদের জেরে জামাইর হাতে খুন হল শ্বশুর

কোচবিহার ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে জামাইর হাতে খুন হল শ্বশুর। বৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহার পৌরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডে জামাইয়ের হাতে খুন হয় শশুর তাপস সরকার (৫৮)। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে নিহতের পরিবার। অভিযোগ গত প্রায় পাঁচ বছর আগে কোচবিহারের টাকা গাছ জোড়া পুকুর এলাকা বাসিন্দা তাপস সরকারের মেয়ে পায়েল সরকারের সঙ্গে কোচবিহার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ভীম সরকারের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুর বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয় পায়েল এর স্বামী ভীম সরকার। টাকা না দেওয়ায় প্রতিনিয়ত পায়েল কে মারধর করতো তার স্বামী। গত একমাস আগে স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পায়েল বাপের বাড়ি চলে যায়। তারপর থেকেই তাকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের প্রাণে মারার হুমকি দেয় ভীম সরকার। এই বিষয়ে পুন্ডিবাড়ি থানায় অভিযোগ জানানোর পরেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। দুদিন আগে ফের মদ্যপ অবস্থায় পায়েলের বাড়িতে গিয়ে হুমকি দিয়ে আসেন ভীম সরকার। গতকাল থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে তাদের অভিযোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। আজ সকালে পায়েলের বাবা কোচবিহার ১ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন টাকাগাছ বাজারে বাজার করতে আসলে চাপাকলের হাতল দিয়ে ভীম সরকার তার শ্বশুর তাপস সরকারের মাথায় আঘাত করলে সেখানেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত ভীম সরকারকে ধরে ফেলে এবং তাকে বেঁধে রেখে মারধর করে এবং পরবর্তীতে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পায়েল সরকারের মা প্রতিমা সরকার বলেন, পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় আজ তার বাবার মৃত্যু হল। আজ সকালে বাজার করতে গিয়েছিল তার বাবা। সেখানেই তাকে চাপা কলের হাতল দিয়ে খুন করা হয়।

শিলিগুড়ি প্রথমবার বিধাননগরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দৃষ্টিহীন মেয়েদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

শিলিগুড়ি ঃ এই প্রথমবার বিধাননগরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দৃষ্টিহীন মেয়েদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ।। এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করছে তিনটি রাজ্যের মহিলা দল বাংলা আসাম ও ঝাড়খন্ড রাজ্য ।। উদ্বোধনী ম্যাচ টি অনুষ্ঠিত হবে মিলনপল্লী ক্রিকেট গ্রাউন্ডে 6th April শনিবার মুখোমুখি হবে বাংলা ও আসাম রাজ্য ।। ফাইনাল ম্যাচটি হবে মুরালিগঞ্জ হাই স্কুলে 8th April সেইদিন ঐ স্কুলে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।। এই শিবিরে উপস্থিত থাকবেন পদ্মশ্রী করিমুল হক ও সমাজে বিশিষ্ট অতিথিরা ।। এই তিনটে রাজ্যের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ঘিরে ইতিমধ্যে মানুষের মধ্যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে ।। মিলনপল্লী মাঠের জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্হা রাখছে পরিচালন কমিটির সভাপতি কাজল ঘোষ ।। অন্যদিকে মুরালিগঞ্জ হাই স্কুলে প্রধান শিক্ষক কোনো কিছুই ক্ষামতি রাখছে না টুর্নামেন্ট ঘিরে ।। দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের শিক্ষক অন্তত রায় ও আশিস দাস খুব খুশী জাতীয় স্তরের এই খেলাটি বিধান নগরে আয়োজন করতে পেরে।

কালিয়াগঞ্জে এক নাবালিকা ও এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মিছিল

শিলিগুড়ি ঃকালিয়াগঞ্জে এক নাবালিকা ও এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একটি প্রতিবাদ মিছিল করল পঞ্চানন অনুরাগী মঞ্চ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। কালিয়াগঞ্জে নাবালিকা মৃত্যুর ঘটনা ও পরবর্তীতে এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে রাজ্য জুড়ে। বিভিন্ন জায়গায় ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি তোলা হয়। একইভাবে এদিনও ওই প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় পরিক্রমা করে। এই মিছিল থেকে ওই ঘটনায় দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলা হয়।

বিদ্যুৎ বিল মকুবের দাবী নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করলো দ্যা গ্রেটার কোচবিহার পিপলস এসোসিয়েশন

আলিপুরদুয়ার ঃ বিদ্যুৎ বিল মকুবের দাবী নিয়ে আলিপুরদুয়ারে মিছল করে ডাব্লুবিএসইডিসিএল রিজিওনাল ম্যানেজারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলো দ্যা গ্রেটার কোচবিহার পিপলস এসোসিয়েশনের। তাদের অভিযোগ, ভারতভূক্তি চুক্তি অনুযায়ি গ্রেটার কোচবিহার সি ক্যাটাগরির রাজ্য অনুযায়ি মানুষদের সমষ্যা সমাধান করাতে ভারত সরকারের দায়বদ্ধ । সেই চুক্তি অনুযায়ি গ্রেটার কোচবিহার অন্তর্ভূক্ত কোচবিহার আলিপুরদুয়ার জেলার কৃষক শ্রেনীর মানুষদের বিদ্যুৎ বিল সম্পূর্ন মকুব করতে হবে। সেই উপলক্ষে তারা আজ আলিপুরদুয়ার শহরে মিছিল করে প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যার ডাব্লুবিএসইডিসিএল রিজিওনাল ম্যানেজারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলো দ্যা গ্রেটার কোচবিহার পিপলস এসোসিয়েশনের।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মমতার বিরুদ্ধে কুৎসা করলে জিভ ছিঁড়ে দেওয়ার নিদান! বাংলায় স্বৈরাচারী শাসন, নিশানা অমিত মালব্যের

কলকাতা ঃ ডিএ আন্দোলনকারীদের জিভ টেনে ছিঁড়ে দেওয়ার নিদান দিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন। রাজ্য বিজেপির পাশাপাশি বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে এই মন্তব্যকে নিশানা করে বলা হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে স্বৈরাচারী শাসন চলছে। ছয় মে কালীঘাটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে মহামিছিল করে ডিএ আন্দোলনকারীরা। যা নিয়ে সরকারি কর্মীদের দিকে তোপ দেগেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। তিনি বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কুৎসার কথা বললেন তাঁর জিভ টেনে ছিঁড়ে দাও। তিনি আরও বলেছিলেন, এটাই তাদের আগামীদিনের আন্দোলনের রূপরেখা। শহর রাজ্যের মন্ত্রী সরকারি কর্মীদের উদ্দেশে আরও বলেছিলেন, আসি, যাই, কাজ করি না মাইনে পাই। আর মুখ্যমন্ত্রী গরিব মানুষদের জন্য লড়াই করছেন। তাঁরা যাতে ১০০ দিনের কাজ পান, কোনওভাবে বঞ্চিত না হন তার জন্যই তৃণমূলের লড়াই। ডিএ আন্দোলনকারীদের যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের সভা থেকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর এদিন সকালে এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেছিলেন, মানুষই এর জবাব দেবে। তিনি বলেন, সময় আসছে, এই ধরনের কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের জন্য আইন আছে। শেষ পর্যন্ত জনতা জনার্দন রয়েছে। তাঁরাই সব হিসেব মিটিয়ে দেবেন, বলেন তিনি। এদিন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য বিষয়টি নিয়ে টুইট করেছেন। তিনি বলেছেন, তৃণমূলের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস ডিএ বৃদ্ধির দাবি করা সরকারি কর্মীদের হুমকি দিয়েছেন। যা থেকে বোঝা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধীনে বামলা স্বৈরাচারের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তৃণমূল-বিজেপির মতি নেই পঞ্চায়েত ভোটে, মমতা-শুভেন্দুকে একযোগে বিঁধলেন সেলিম অমিত মালব্য বলেছেন, বাংলায় হিংসার পাশাপাশি ভিন্নমতের কণ্ঠস্বরকে ধ্বংস করার জন্য এখন আদর্শ। রাজ্যে নির্বাচনের পর থেকে সব থেকে ভয়ঙ্কর হিংসা, ধর্ষণ ও

হত্যার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হয়েছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেছেন, সব কিছুর পিছনে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এত বিতর্কের পরেই নিজের মন্তব্যে অনড় রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে মোদী সরকার। তাদের জন্য লড়াই করা দরকার। তিনি দাবি করেন, অন্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় বেসিক পে অনেক বেশি। এর সঙ্গে এখনও পর্যন্ত পাওয়া ডিএ যোগ করতে অনেকটাই অর্থ হয়। পঞ্চায়েতে কানে শুনে নয়, উন্নয়ন দেখে ভোট দিন! 'নব জোয়ার' কর্মসূচিতে ফের বিজেপি-কংগ্রেসকে নিশানা অভিষেকের মন্ত্রীর সাফাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়াই করেন, যাতে কেউ কোনও ভাবে বঞ্চিত না হন তার জন্য। সেই কারণেই তাঁর নামে কেউ কুৎসা করলে জিভ টেনে ছিঁড়ে দেওয়ার কথা তিনি বলেছিলেন। তিনি নিজের পরিবারের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, তাদের পরিবার শহিদের পরিবার। অন্যায় দেখতে পারেন না। তাই অন্যায় দখলে প্রতিবাদ করেন।

বিজেপি না কংগ্রেস কোন দল জিতবে কর্নাটকে, কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী?

বেংলুরু ঃ কর্নাটকে পালাবদলের ইঙ্গিত দিয়েছে বহু জনমত সমীক্ষা। নির্বাচনের আগে একেবারে শেষলগ্নের সমীক্ষায় কংগ্রেসের দিকেই পাল্লা ভারী বলে জানিয়েছে এবিপিসি ভোটারও। সেইসঙ্গে তারা কর্নাটকবাসীর মতামত তুলে ধরছে, কোন দল জিতবে এবারের নির্বাচন। একইসঙ্গে কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী, সেই সম্ভাবনাও জানিয়েছে। এবিপি নিউজ সি ভোটার কর্নাটকের বিধানসভায় মোট ২২৪টি আসনের জনমত সমীক্ষা চালানোর পাশাপাশি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন কর্নাটকের জয়ের সম্ভাবনা কোন দলের এবং কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এগিয়ে, তা নিয়েও। সেই সমীক্ষাতেও দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের পালেই হাওয়া। মানুষের কাছে সমীক্ষক সংস্থার তরফে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, কর্নাটকে কোন পার্টি এবার গড়তে পারেন সরকার? সেই প্রশ্নের জবাবে ৩২ শতাংশ মানুষ জানাচ্ছেন বিজেপি ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে এবারও। আর ৪৪ শতাংশ মানুষ বলছেন এবার কংগ্রেস সরকার গড়বে কর্নাটকে। জেডিএসের পক্ষে রায় দিয়েছে ১৫ শতাংশ মানুষ। মোট ৭৩ হাজার ৭৪৪টি স্যাম্পেল সংগ্রহ করা হয়েছিল। অর্থাৎ ৭৩ হাজার মানুষের কাছে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন রাখা হয়েছিল সমীক্ষকদের তরফে। তার উত্তরে উঠে আসে এই তথ্য। সেইসব প্রশ্নের মধ্যে অন্যতম ছিল, এবার কে হতে পারেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী?

সেই প্রশ্নের জবাবে সি ভোটার সমীক্ষা বলছে পাল্লাভারী এক প্রাক্তনীর দিকেই। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই থেকে শুরু করে কংগ্রেসের সিদ্দারামাইয়া, ডিকে শিবকুমার, জেডিএসের এইচ ডি কুমারস্বামীরা ছিলেন লড়াইয়ে। এই লড়াইয়ে বোম্মাই ৩১ শতাংশ মানুষের সমর্থন পেয়েছেন। সেখানে কংগ্রেসের সিদ্দারামাইয়া পেয়েছেন ৪২ শতাংশ ভোট। আর কংগ্রেসের অপর এক প্রার্থী শিবকুমার পেয়েছেন ৩ শতাংশের সমর্থন। জেডিএসের কুমারস্বামীর পক্ষে রয়েছে ২১ শতাংশের সমর্থন। একইসঙ্গে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কাজে কতটা খুশি। ৫০ শতাংশ বলেছেন খুব খারাপ, ২৬ শতাংশ বলেছে ভালো আর বাকি ২৪ শতাংশের মত গড়পড়তা। তেমনই প্রশ্ন রাখা হয়েছিল রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর কাঝে কতটা খুশি? সেখানে উঠে এসেছে উল্টো ছবি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাজ ছিলেন ৩৩ শতাংশ বলছে খুব খারাপ। ৪৮ শতাংশ বলেছে ভালো। আর গড়পড়তা রেটিং দিয়েছে বাকি ১৯ শতাংশ। আর এবার কর্নাটক নির্বাচনে সবথেকে বড় ইস্যু হিসেবে এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে বেকারত্ব। ৩১ শতাংশ বলেছে বেকারত্ব বড়ো ইস্যু, ২৭ শতাংশের মত উপভোক্তা প্রকল্পের পরিষেবা হল বড়ো ইস্যু, ১৫ শতাংশ বলেছে কৃষি হল বড়ো ইস্যু।

পাকিস্তানে খালিস্তানি নেতার হত্যার পরে পঞ্জাবের অমৃতসরে বিস্ফোরণ, আহত বেশ কয়েকজন

অমৃতসর ঃ পঞ্জাবের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের পার্কিং এলাকায় বিস্ফোরণ। শনিবার গভীর রাতে এই বিস্ফোরণ হয় বলে জানা গিয়েছে। বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজনের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও এখনও পর্যন্ত কারও মৃত্যুর কোনও খবর নেই। এই বিস্ফোরণে পার্কিং এরিয়া এবং আশপাশের রেষ্টুরেন্টের জানলার কাঁচও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ আধিকারিকরা এই বিস্ফোরণকে কোনও বোমা বিস্ফোরণ বলে মানতে অস্বীকার করেছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন পর্যটক আহত হয়েছেন। রেস্তোরাঁর কাছে ঘুমন্ত এক ব্যক্তি আহত হয়েছে। অন্য একজনের হাতে আঘাত লেগেছে। বিস্ফোরণের পরেই এলাকায় আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়। কেননা বিস্ফোরণের সময় সেখানে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। যে কারণে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। তাঁরা এই বিস্ফোরণকে বোমা হামলা বলে অনুমান করেছিলেন। বিস্ফোরণের পরেই এলাকায় বোমা বিস্ফোরণের গুজব ছড়িয়ে পড়ায়, অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে দেখা গিয়েছে গ্যাস লিক করে বিস্ফোরণ হয়েছে। তাই সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার সকালে পাকিস্তানের লাহোরে গুলি করে হত্যা করা হয়, মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি এবং খালিস্তানি কমান্ডো ফোর্সের প্রধান পরমজিৎ সিং পঞ্জোয়ারকে। দেহরক্ষী থাকতেও দুই বন্ধুকধারীর গুলিতে এই জঙ্গি মারা পড়ে। ফলে তা থেকেই অশান্তি কিনা অনেকের মনে প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি হয়। যা খারিজ করেছে প্রশাসন। পরমজিৎ সিং পঞ্জোয়ারের জন্ম ১৯৬০ সালে পঞ্জাবের তরণতারানে হলেও ভারতে তার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হতেই পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে জঙ্গি ও নিষিদ্ধ মাদকের কার্যকলাপের সংঙ্গে যুক্ত ছিল। আইএসআই মদতপুষ্ট এই জঙ্গি নেতা রেডিও পাকিস্তানেও ভারত বিরোধী অনুষ্ঠান ও ভারতে জালনোট ছড়ানোর কাজে যুক্ত ছিল।

এশিয়া কাপের ভেন্যু থেকে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ, পিসিবির শর্তে সরগরম ক্রিকেট রাজনীতি

কলকাতা ঃ আইপিএলের মাঝেই ভারত পাক ক্রিকেটীয় উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। এশিয়া কাপের পর এবার বিশ্বকাপ খেলা নিয়েও নয়া জটিলতা তৈরি করল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। আগামী সপ্তাহেই বসতে চলেছে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভা। নিজেদের পছন্দের ভেন্যুতে এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে অনড় রয়েছে পাকিস্তান। অন্যদিকে পাক ভূমিতে ক্রিকেট না খেলার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে বিসিসিআই। সব মিলিয়ে দুবাইতে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভা উত্তপ্ত হতে পারে। পিসিবির প্রস্তাব অনুযায়ী, লাহোরে আর দুবাইতে এশিয়া কাপ আয়োজন না হলে তাঁরা এই টুর্নামেঃট খেলবেন না, এমনটাই পাক সরকারের আধিকারিকদের বুঝিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান নাজম শেঠি। সূত্রের খবর অনুযায়ী এই বিষয়ে পাক সরকারের সবুজ সংকেত পেয়ে গিয়েছে পিসিবি।দুবাইয়ের বৈঠকে পাক ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে দুই ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থাকেই এই বার্তা দিতে পারেন তিনি। আগামী ৮ মে এসিসির সভায় যোগ দিতে দুবাই যাবেন পিসিবি চেয়ারম্যান শেঠি। সেখানে এশিয়া কাপ নিয়ে হেস্তনেস্ত করতে চান তিনি। তাঁদের বিকল্প প্রস্তাব মানা না হলে শেঠি পরিস্কার জানিয়ে দেবেন, পাকিস্তানই খেলবে না এশিয়া কাপ। ইতিমধ্যেই এশিয়া কাপের ম্যাচ শুধুমাত্র ভারতকে নিরপেক্ষ দেশে খেলার প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান। কিন্তু এই প্রস্তাবও নাকচ করে দিয়েছে বিসিসিআই। এমনিতেই এশিয়া কাপে পরপর ম্যাচ খেলতে হয়। তার উপর এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফব করা রীতিমতো কষ্টকর। তাই ভারত এই শর্তে রাজী নয়। ফলে জট ক্রমশ পাকছে। এমনকি বিসিসিআই এশিয়া কাপের বদলে পাঁচ দেশের একটি ক্রিকেট সিরিজ করার বিকল্প চিন্তাভাবনাও করে রেখেছে। এই আবহে নয়া চাল চালল পিসিবি। এশিয়া কাপ খেলতে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা পাকিস্তানে না গেলে এক দিনের বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে আসবেন না পাক দল। প্রথম দিকে এই পন্থাতেই বিসিসিআইকে চাপে রাখার চেষ্টা করেছিল পিসিবি। তাতে বিশেষ কাজ না হওয়ায় আরও কঠিন শর্ত দিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এক দিনের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহের কাছ থেকে লিখিত আশ্বাস চায় পিসিবি। পিসিবি চেয়ারম্যানের নতুন বক্তব্য, ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। এই টুর্নামেন্টে খেলতে ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে পাঠানো হবে, এই মর্মে লিখিত আশ্বাস পেলে তবেই বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবেন তাঁরা। সব মিলিয়ে ভারত পাক কূটনৈতিক টানাপোড়েনের প্রভাব ভালো মতোই পড়েছে বাইশ গজেও। আপাতত সব নজর এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভার দিকে।

একা তৃণমূল ভোট করলে জিততে পারবে না ঃ সুজন চক্রবর্তী

বোলপুর (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ স্বচ্ছভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা সহ একাধিক দাবিতে রবিবার পাড়ুই থানায় স্মারকলিপি দিলো বাম কংগ্রেস। সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ড.সুজন চক্রবর্তী, কংগ্রেস জেলা সভাপতি প্রাক্তন বিধায়ক মিল্টন রশিদ সহ বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সুজন চক্রবর্তী বলেন, একা তৃণমূল ভোট করলে জিততে পারবে না। আগে এসপি ডিএম তারা তৃনমূলের দপ্তরে গিয়ে বসে থাকতো। আগেই বলেছিলাম বাঘ হলে তাকে হয় জঙ্গলে কিংবা খাঁচাবন্দি করে তিহার জেলে রাখতে হবে। এখন সে বাঘ তিহার জেলে বন্দি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর লেনিন সরণীর নাম পরিবর্তন প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের সুজন চক্রবর্তী বলেন, শুভেন্দু অধিকারী রোজই পুজো করে। লোককে ইমোনেশানোলি কোথাও ব্যবহার করে না। তৃণমূল যেপথ দেখিয়েছে শুভেন্দু সেইপথেই চলছে।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জখম এক

বোলপুর (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ ইন্দগাছা দাসপাড়ার তাপাইপুরে রবিবার দুপুরে আগুনে পুড়ে গেলো তিন চারটি বাড়ী একটি খড়ের পালুই। আগুন নেভাতে গিয়ে জখম হয় একজন। সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মনোজিত চ্যাটাজী বলে, রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আগুন দেখে পাশের আদিবাসীদের ডেকে আনি। পুলিশ দমকলকে বারবার ফোন করা সত্ত্বেও ফোন ধরে নি। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর দমকল আসে তিন চারটি বাড়ী একটি খড়ের পালুই আগুনে পুড়ে গিয়েছে। জখম হয় একজন। পরি বাস্কে বলে, কিভাবে আগুন লাগলো বুঝতে পারলাম না। জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে কিছু বার করতে পারি নি। সুমন দাস বলে, দুটো বাড়ী খড়ের পালুই পুড়ে গিয়েছে। আমার মনে হয় বাচ্চা ছেলের কাছ থেকে আগুন লেগেছে।

তালা ভেঙে চুরি চাঞ্চল্য

বোলপুর (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ শনিবার রাত একটা ছেচল্লিশ মিনিট নাগাদ তালা ভেঙ্গে একটি স্কুটি একটা হোন্ডা সাইন মোটরবাইক চুরির ঘটনা ঘটলো বীরভূম জেলার সিউড়ি সাজানোপল্লী এলাকায়। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সৌভিক রায় বলে, তালা ভেঙ্গে দুটি গাড়ী চুরি হয়েছে। পাশের বাড়ীতে চুরির চেষ্টা হয়েছে। পুলিশ এসেছিল। মহম্মদ জাডান বলে, সিসিটিভি ক্যামেরার মুখটা নীচের দিকে করে দিয়েছে যাতে কিছু না দেখা যায়। প্রশাসন আসছে যাচ্ছে তারপর প্রশাসন ঘুমিয়ে যাচ্ছে। ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উত্তর প্রদেশে শান্তি ও সুশাসন স্থাপনের জন্য পুরস্কৃত যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ ঃ উত্তর প্রদেশে গুণ্ডারাজ-মাফিয়ারাজের অবসান ঘটিয়েছেন তিনি। সেকারণে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে পুরস্কৃত করা হল। যোগী আদিত্যনাথকে ভারতরত্ন আম্বেদকর পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। যদিও যোগী নিজে আসেননি পুরস্কার নিতে। তাঁর হয়ে সেই পুরস্কার গ্রহণ করেন বিজেপি বিধায়ক লালজি প্রসাদ। কর্নাটকের ভোটের প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। সেকারণে পুরস্কার নিতে আসতে পারেননি তিনি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ যোগী র পুরস্কার তুলে দেন লালজি প্রসাদের কাছে। শুক্রবার মুম্বইয়ের বদ্ধনজি রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার দেওয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। একটা সময়ে উত্তর প্রদেশ মানেই গুণ্ডা-মাফিয়াদের রাজত্ব ছিল। সাধারণ মানুষ আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরোতে পারতেন না। তাঁরা ঘরে সিঁধিয়ে থাকতেন আতঙ্কে। সেই সময় এখন আর নেই উত্তর প্রদেশে। যোগী আদিত্যনাথ ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বদলে গিয়েছে রাজ্যের অবস্থা। উত্তরপ্রদেশের সেই অবস্থা থেকে মুক্তি ঘটিয়েছেন য়োগী আদিত্যনাথ। সেই পরিবেশ থেকে রাজ্যবাসীকে নিরাপদ জীবন দেওয়ার জন্য যোগী আদিত্যনাথকে এই বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধাঞ্জলি রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আটওয়ালা। তিনি বলেছেন যোগী আদিত্যনাথ আমার বন্ধু। এবং তিনি উত্তর প্রদেশের গুণ্ডারাজ এবং মাফিয়া রাজ দমন করে রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে এনেছেন। তৃণমূল-বিজেপির মতি নেই পঞ্চায়েত ভোটে, মমতা-শুভেন্দুকে একযোগে বিঁধলেন সেলিম কর্নাটকের নির্বাচনী প্রচারেও বিজেপি যোগী আদিত্যনাথকে ব্যবহার করেছে বিজেপি। উত্তর প্রদেশের উদাহরণ তুলে ধরে বার্তা দেওয়া হয়েছে কর্নাটকবাসীকে। উত্তর প্রদেশকে কীভাবে শান্তির রাজ্যে পরিণত করেছে যৌগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার তার উদাহরণ বারবার তুলে ধরা হয়েছে।

কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির ৩ শতাংশের ফারাকই ব্যবধান গড়ে দেবে কর্নাটকে, সমীক্ষায় আভাস

বেংলুরু ঃ কর্নাটকের নির্বাচনে এবার ফারাক গড়ে দেবে মাত্র ৩ শতাংশ ভোট। এমনটাই আভাস মিলল সি-ভাটোর-এবিপি নিউজের জনমত সমীক্ষায়। এই সমীক্ষায় আভাস দিয়েছে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে পারে এবার। খুব খারাপ হলেও ১১০টি আসন পাবে তারা। সেক্ষেত্রে ত্রিশঙ্কু হওড়ার সম্ভাবনা থাকবে। দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকে জনমত সমীক্ষায় পালাবদলের আভাস মিলেছে। সেই সঙ্গে কত শতাংশ ভোটের ব্যবধানে বিজেপিকে টেক্কা দেবে কংগ্রেস, সেই আভাসও দিয়েছে তারা। মাত্র তিন শতংশ ভোটই ফারাক ঘটাবে বলে জানিয়েছে এবিপি-সি ভোটারের সমীক্ষা। সি ভোটারের জনমত সমীক্ষায় প্রকাশ, নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়েই কংগ্রেস ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা প্রবল। এবার আর জেডিএসকেও প্রয়োজন হবে না কংগ্রেসের। এই সমীক্ষা অনুযায়ী কংগ্রেস পেতে চলেছে ১১০ থেকে ১২২টি আসন। বিজেপি এবার পেতে পারে ৭৩ থেকে ৮৫টি আসন। আর জেডিএস পেতে পারে ২২ থেকে ২৯টি আসন। অন্যান্যরা দুটি থেকে ৬টি আসন। এই সমীক্ষা অনুযায়ী কংগ্রেস পেতে পারে ৪০.৪৩ শতাংশ ভোট। আর বিজেপি পেতে পারে ৩৭.৪১ শতাংশ ভোট। জেডিএস ভোট পেতে পারে ১৪.১ শতাংশ। অন্যান্যদের ঝুলিতে যেতে পারে ৭.৯৮ শতাংশ ভোট। এবিপি-সি ভোটারের গত মাসের সমীক্ষার থেকেও কংগ্রেসের পক্ষে ভোট ও আসন বেড়েছে একেবারে সর্বশেষ সমীক্ষায়। কর্নাটকের ২২৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ঘুরে মোট ৭৫ হাজার স্যাম্পেল সংগ্রহ করেছে তারা। তার ভিত্তিতেই এই মেগা প্রাক নির্বাচনী জনমত সমীক্ষা রিপোর্ট। একাধিক জনমত সমীক্ষা তারা প্রকাশ করেছে। প্রতিবারই দেখা গিয়েছে, কংগ্রেসের পক্ষে ফল উন্নীত হয়েছে। তৃণমূল-বিজেপির মতি নেই পঞ্চায়েত ভোটে, মমতা-শুভেন্দুকে একযোগে বিঁধলেন সেলিম যত সময় গিয়েছে ততই কর্নাটক নির্বাচনে পাল্লা ভারী হয়েছে কংগ্রেসের, এমনই আভাস মিলেছে সমীক্ষায়। ভোট শতাংশ কংগ্রেসের পক্ষে লাফিয়ে অনেকটাই বেড়েছে শেষ মুহূর্তের সমীক্ষায়। কংগ্রেসের ভোট বিজেপির তুলনায় তিন শতাংশ বেশি। কিন্তুপ আসনের ব্যবধান ৩০টিরও বেশি। এখানে উল্লেখ্য, কর্নাটকের বিধানসভা নির্বাচনে ২০১৮-য় বৃহত্তম দল হয়েছিল বিজেপি। তারা ১০৪টি আসনে জয় পেয়েছিল। কংগ্রেস জিতেছিল ৮০টি আসনে। আর জেডিএস জয়ী হয়েছিল ৩৭টিতে। অন্যান্যরা পেয়েছিল তিনটি আসন। এই অবস্থায় কংগ্রেস ও জেডিএস জোট সরকার গড়লেও পরবর্তী সময়ে সেই সরকার ফেলে বিজেপির শাসন চলছে কর্নাটকে। এবার কর্নাটকে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া চরমে। তারপর বিজেপিতে নেতৃত্বের কোন্দল শুরু হয়েছিল। তিন বছরের মেয়াদে বিজেপিকে মুখ্যমন্ত্রী বদল পর্যন্ত করতে হয়েছিল। ইয়েদুরাপ্পাকে সরিয়ে বাসবরাজ বোম্মাই হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার তাঁর নেতৃত্বেই বিজেপি লড়ছে। কংগ্রেস এবার অনেকটাই সঙ্ঘবদ্ধ। সিদ্দারমাইয়া ও শিবকুমার ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ছেন এবার।

সম্পাদকীয়

সুদানের লড়াই নিয়ে সৌদি আরবের এত মাথাব্যথা কেন

আফ্রিকার উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় দেশ সুদানে লড়াইরত দুই পক্ষকে রিয়াদে নিয়ে এসে মীমাংসা বৈঠকে বসাতে সক্ষম হয়েছে সৌদি সরকার। সুদানের সেনাপ্রধান জে আব্দুল ফাতাহ আল বুরহান এবং তার প্রতিপক্ষ মিলিশিয়া বাহিনী আরএসএফের প্রধান জেনারেল মোহামেদ হামদান দাগালো ‒ যিনি হেমেটি নামে বেশি পরিচিত ‒ দুজনেই তাদের প্রতিনিধিদের পাঠিয়েছেন রিয়াদে। শনিবার থেকে তারা সেখানে সৌদি সরকারের মধ্যস্থতায় মুখোমুখি বসে কথা বলতে শুরু করেছেন। এর মধ্যে গত তিন সপ্তাহে সুদানে প্রায় ছশো লোক মারা গেছে। কয়েক লাখ মানুষ আশপাশের দেশগুলোতে পালিয়েছে। কয়েক হাজার বিদেশী নাগরিককে যুদ্ধজাহাজ এবং যুদ্ধ বিমান পাঠিয়ে উদ্ধার করে আনা হয়েছে। আফ্রিকার সাহেল এবং হর্ন অব আফ্রিকা অঞ্চলটি এমনিতেই বহুদিন ধরেই যুদ্ধবিগ্রহে বিপর্যস্ত। সুদানের সংঘাত দীর্ঘায়িত হলে পুরো অঞ্চলের নিরাপত্তা আরো ভঙ্গুর হয়ে পড়বে বলে গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

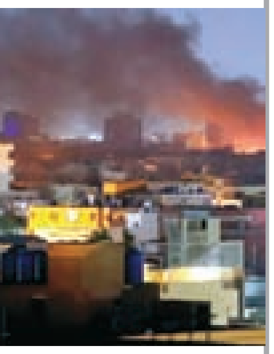

সুদানের এই লড়াইকে এরই মধ্যে অনেকেই পুরাদস্তুর গৃহযুদ্ধ বলে বর্ণনা করতে শুরু করেছেন। আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং সেই সাথে পূর্ব এবং হর্ন অব আফ্রিকার আঞ্চলিক জোট ইগাড শুরু থেকেই মীমাংসার চেষ্টা করছে। কিন্তু আফ্রিকার নতুন এই যুদ্ধ বন্ধে সবচেয়ে তৎপর হয়েছে সৌদি আরব। কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে বিবিসির বেভারলি ওচিয়েং ‒ যিনি পূর্ব আফ্রিকা এবং সাহেল অঞ্চলের রাজনীতি ও নিরাপত্তার একজন ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক ‒ বলছেন অন্য সব পক্ষের তুলনায় সৌদিদের মধ্যস্থতার উদ্যোগ অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। একদম শুরুতে ইগাড জোট মীমাংসার উদ্যোগ নেয়। তারা দুপক্ষকে সাউথ সুদানের রাজধানী যুবায় বসার জন্য চাপ দিতে থাকে। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে সুদানের বিবদমান দুই পক্ষই সৌদি আরবের মধ্যস্থতা নিয়ে আগ্রহী, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন মিজ ওচিয়েং। বেভারলি ওচিয়েং বলেন, সুদান ও সৌদি আরবের সম্পর্কের ঐতিহাসিক একটি প্রেক্ষিত রয়েছে। আপনি বলতে পারেন এক অর্থে সুদান অনেকটাই ব্যতিক্রমী একটি দেশ। এটি আফ্রিকার দেশ কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো এদেশের রাজনীতি এবং অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি, বিশেষ করে সৌদি আরব, বলেন মিজ ওচিয়েং। সুদান একইসাথে সাহেল, হর্ন অব আফ্রিকা এবং লোহিত সাগর অঞ্চলের অংশ। কিন্তু তারপরও সুদানের সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি বড় অংশের ‒ বিশেষ করে আরবি ভাষাভাষী সুদানি শাসক এবং অভিজাত শ্রেণীর সাথে উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর সাথে ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ইয়েমেন যুদ্ধে সৌদি নেতৃত্বে কোয়ালিশনের প্রধান শরিক ছিল সুদান। বহু সুদানি সৈন্য এবং আরএনএফ মিলিশিয়া ইয়েমেনে যুদ্ধ করেছে। যে চারটি দেশের মধ্যস্থতায় গত বছর সুদানে সামরিক শাসন থেকে বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে চুক্তি হয়েছে তাতে আফ্রিকার কোনো দেশ না থাকলেও রয়েছে সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত। সৌদি আরব এবং সেইসাথে ইউএই মনে করে সুদানের নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক সংস্কারের প্রকল্পটি তাদের। সুতরাং এই প্রকল্প ভেস্তে যাক সেটা তারা কোনোভাবে চায়না, বলেন লন্ডনে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ঝুঁকি বিষয়ক বিশ্লেষক সাদি হামদি। ইয়েমেনের বন্দর শহর এডেনে সুদানি সেনা বহর। ইয়েমেন যুদ্ধে সৌদি নেতৃত্বে কোয়ালিশনের প্রধান শরিক ছিল সুদান। সাদি হামদি মনে করেন, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছাড়াও সুদানের সংঘাত নিয়ে সৌদি আরবের বিশেষ তৎপরতার পেছনে প্রধানত রয়েছে তাদের ভূরাজনৈতিক স্বার্থ। তিনি বলেন, একই কথা ইউএইর বেলাতেও প্রযোজ্য। কেন সৌদিরা সুদান নিয়ে এত উদ্বিগ্ন? সোজাসাপ্টা উত্তর হলো এর পেছনে রয়েছে তাদের রাজনৈতিক, নিরাপত্তাজনিত স্বার্থ। সৌদি আরব বা ইউএই কোনোভাবেই চায়না সুদানে যাতে ইসলামপন্থী কোনো সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, বলেন মি. হামদি।

জানা অজানা

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের একমাত্র উপায় প্রত্যাবাসন ঃ রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন যে চীন, একটি দায়িত্বশীল দেশ হিসেবে, রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে ‘অবিচলভাবে মধ্যস্থতা করছে’। তিনি বলেন, এ সংকট সমাধানের একমাত্র উপায় হলো প্রত্যাবাসন। রাজধানী ঢাকায় আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে চীনের রাষ্ট্রদূত এ কথা বলেন। কসমস ফাউন্ডেশন এই সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে এতে সভাপতিত্ব করেন সাবেক পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী। রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, স্থানীয় এক বন্ধু একবার আমাকে আন্তরিকভাবে বলেছিলেন, অনেক লোক মুখে মুখে সাহায্যের কথা বলে, কেবল চীন প্রত্যাবাসন ত্বরান্বিত করতে বাস্তব পদক্ষেপ নিচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কক্সবাজার ও ভাসানচরে ১১ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়েছে। পুনর্বাসনের প্রস্তুতি দেখতে, শুক্রবার (৫ মে) ২০ জন রোহিঙ্গাসহ ২৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মিয়ানমারের রাখাইন পরিদর্শন করেছে। তারা রোহিঙ্গাদের জন্য নির্মিত ১৫টি গ্রাম ও অন্যান্য অবকাঠামো পরিদর্শন করেন। এক প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রদূত ইয়াও বলেন, রোহিঙ্গা ইস্যু একটি মানবিক ট্র্যাজেডি এবং এটি আর কখনোই হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, চীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করে, কারণ তিনি বাংলাদেশের মাটিতে এই রোহিঙ্গাদের স্থান দিয়েছেন। চীনের রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, লাখ লাখ রোহিঙ্গাকে আতিথেয়তা দেয়ার জন্য বাংলাদেশ বিশাল ত্যাগ স্বীকার করেছে। কম আগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক দাতাদের কম অনুদানের কারণে রোহিঙ্গারা খুব খারাপ পরিস্থিতিতে থাকছেন। এ সংকটের একমাত্র উপায় হলো প্রত্যাবাসন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও মিয়ানমার দীর্ঘদিন ধরে একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করে আসছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে দুই দেশ ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারবে। ইয়াও ওয়েন বলেন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের একটি হিসেবে, চীন মধ্যস্থতাকারী ও সহায়তাকারীর ভূমিকা পালনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। আশা করি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রত্যাবাসন হবে।

সুসম্পর্ক নির্ভর করছে ভারতের ওপর ঃ পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

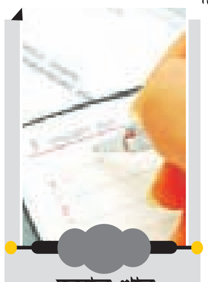

জমাল খান
প্রাবন্ধিক

পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলওয়াল ভুট্টো জারদারি বলেছেন, সমাধানের বদলে ভারত সন্ত্রাসকে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানো এবং হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ববাদকে উস্কে দেওয়ার কাজে ব্যবহার করছে।

আন্তসীমান্ত সন্ত্রাস সমাধানে ভারতের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিলওয়াল ভুট্টো জারদারি। তিনি বলেছেন, সন্ত্রাস সমাধানের চেয়ে ভারত সরকার সন্ত্রাসকে তাদের রাজনৈতিক সুবিধায় কাজে লাগাচ্ছে ।

ভারতের গোয়ায় এসসিও (সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন) জোটের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকের এক ফাঁকে বিবিসির ভিনিত খারের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বিলওয়াল ভুট্টো বলেন, সন্ত্রাসকে কাজে লাগিয়ে ইসলাম বিদ্বেষ ছড়ানো এবং হিন্দু শ্রেষ্ঠত্ববাদকে উস্কে দিয়ে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করার কৌশল পুরনো এবং অকেজো হয়ে পড়েছে।

তিনি বলেন, আমরা যদি সত্যিই সন্ত্রাস বন্ধ করতে চাই তাহলে অনর্থক বাগাড়ম্বর বাদ দিয়ে সত্যিকারের উদ্বেগ নিয়ে কথা বলতে হবে। ভারতের উদ্বেগকে আমরা গুরুত্ব দেই। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের নিজেদেরও অনেক উদ্বেগ রয়েছে, বলেন বিলওয়াল ভুট্টো।

ভারত সবসময়ই অভিযোগ করে তাদের দেশের ভেতর বিভিন্ন সন্ত্রাসী তৎপরতায় পাকিস্তান রাষ্ট্রের সরাসরি মদত রয়েছে। ২০১৯ সালে ভারত শাসিত কাশ্মীরের পুলাওয়ামায় ভারতের নিরাপত্তা বাহিনীকে টার্গেট করে এক সন্ত্রাসী হামলার পর ভারত পাকিস্তানের ভেতরে বিমান হামলা চালায়। সে সময় দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাওয়ার জোর সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল।

এর আগে ২০০৮ সালে মুম্বাইয়ে এক সন্ত্রাসী হামলায় প্রায় ১৮০ জনের মৃত্যুর পরও যুদ্ধের আশংকায় বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল।

দিল্লিতে ভিনিত খারে পাকিস্তানী পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেন, যখনই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রশ্নে মীমাংসা আলোচনা শুরুর সম্ভাবনা তৈরি হয়, তখনই কেন এ ধরণের সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে?

সেই প্রশ্নের উত্তরেই মি. ভুট্টো এসব মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, পাকিস্তান নিজেই সন্ত্রাসের মস্ত বড় শিকার। এসসিও জোটভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সন্ত্রাসী ঘটনায় পাকিস্তানে সবচেয়ে বেশি লোক মারা গেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেই সন্ত্রাসের শিকার।

বিলওয়াল ভুট্টোর মা এবং পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টো ২০০৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে সন্ত্রাসীর গুলিতে নিহত হন।

প্রায় ১২ বছর পর এই প্রথম পাকিস্তানের কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত গেলেন । তবে এই সফরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বা ভারত সরকারের অন্য কোনো মন্ত্রী বা কর্মকর্তার সাথে মি, ভুট্টোর দ্বিপাক্ষিক কোনও বৈঠক হয়নি।

এমনকি এসসিও বৈঠকের পর মি. জয়শঙ্কর পাকিস্তানি মন্ত্রীর সাথে হাতও মেলাননি। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ভুট্টোকে এমনকি সন্ত্রাসের মুখপাত্র বলে বর্ণনা করেন।

বিলওয়াল ভুট্টো অবশ্য বিবিসিকে বলেন, তিনি ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের কোনো প্রস্তাবও করেননি।

তারপরও ১২ বছর পর পাকিস্তানি কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে ভারতের মাটিতে পা রাখলেন তাকে দু দেশের সম্পর্কে ইতিবাচক কোন অগ্রগতি হিসাবে কি দেখা যেতে পারে?

বিবিসির এই প্রশ্নে পাকিস্তানী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ভারতের ওপর। বর্তমান বাস্তবতায় আপোষ মীমাংসার জন্য ভারতকেই উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট ভারতে সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ করে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খর্ব করার প্রসঙ্গ তুলে মি. ভুট্টো বলেন, ভারত তাদের এই পদক্ষেপ পুনর্বিবেচনা না করলে দুই দেশের মধ্যে অর্থপূর্ণ কোনও আলোচনা সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের অবস্থানে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

তবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর তার সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করেছেন, আর্টিকেল ৩৭০ এখন ইতিহাস।

পাকিস্তানের অর্থনীতি বর্তমানে কঠিন সংকটের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বন্যা এবং ইমরান খানের ক্ষমতাচ্যুতির পর শুরু হওয়া রাজনৈতিক সংঘাত অর্থনীতিতে সেই সংকটকে আরো সঙ্গিন করে তুলেছে।

এই অবস্থায় প্রতিবেশী হিসাবে ভারত কি পাকিস্তানকে সাহায্য করতে পারে, যেমন তুরস্কে ভূমিকম্পের পর ভারত সেদেশে সাহায্য পাঠিয়েছে? এই প্রশ্নে বিলওয়াল ভুট্টো মুখে হাসি নিয়ে বলেন, আমরা তেমন কোনো সাহায্য চাইছি না বা তেমন প্রস্তাবও পাইনি।

১২ বছর পর পাকিস্তানের কোনো পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারতে আসার তেমন কোন তাৎপর্য দেখছেন না সিংহভাগ পর্যবেক্ষক। তেমনি কেউই মনে করছেন না এতে সম্পর্কের বরফ গলবে।

২০১১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খার যখন দিল্লিতে এসেছিলেন তখনও দুই দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল তার ছিটেফোঁটাও এখন নেই।

অনেকদিন পর পাকিস্তানের কোনো পররাষ্ট্র ভারতে আসলেন, এটি ছাড়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সফরের তেমন কোনই তাৎপর্য নেই, বিবিসিকে বলেন দিল্লিতে জওয়াহারলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যাপিমন জেকব।

তিনি বলেন , কোনো পক্ষই এখন নৌকা আরো দোলাতে চাইছে না, কিন্তু বিরোধ নিষ্পত্তি নিয়ে আলোচনা শুরুর জন্য দুপক্ষের কেউই তেমন কোনই ছাড় দিতে রাজী নয়।

একই ধরনের মন্তব্য করেন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত হুসেইন হাক্কানি। সম্পর্কে বরফ গলানোর সাথে এই সফরের কোনো ভূমিকা নেই।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ দিয়েও বিন্দুমাত্র কোনও ইতিবাচক শব্দ শোনা যায়নি। মি. জয়শঙ্কর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন,তিনি (বিলওয়াল ভুট্টো) এখানে এসেছেন এসসিও জোটের সদস্য হিসাবে। এই সফরের ভেতর আপনারা এর চেয়ে বেশি কিছু খুঁজতে যাবেননা।

নেতাদের ভুল নীতিগুলি একটি সমৃদ্ধ দেশকে মাত্র ২০ বছরে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করেছে

জগন্নাথ দত্ত

আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্য সরকার গুলির রাজনৈতিক দলগুলি জনগণকে দানছত্র দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করছে এবং পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি অর্থাৎ তুমি আমাকে ভোট দাও তোমাকে অনেক সরকারি সুযোগ সুবিধা ফ্রিতে দেবো। এ প্রসঙ্গে পৃথিবীর একটা দেশ ভেনেজুয়ালার কথা না বললেই নয় ফ্রি বা দানছত্র করলে রাজ্য সরকার গুলির কি অবস্থা হবে তা ভেনেজুয়ালা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভেনেজুয়েলা নামে একটি দেশের কথা শুনেছেন? এটি একটি বড় দেশ। মিলিতভাবে ইউপি, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা রাজ্যগুলির মোট আয়তনের চেয়ে বড়। আর জনসংখ্যা কত? মাত্র ৩৫ মিলিয়ন ..... দিল্লী এনসিআরএর মোট জনসংখ্যার চাইতেও কম ভগবান সবকিছুই ভেনেজুয়েলাকে দিয়েছে। উর্বর জমি, প্রচুর বৃষ্টি, শত শত ছোট নদী এবং হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত।

এ ধরনের উর্বর জমি এবং এত জল থাকা সত্ত্বেও, আজ এই দেশে এত ক্ষুধা রয়েছে যে পুরুষরা প্রায় নরমাংসভোজী তে পরিণত হয়েছে। এই দেশে ফসল, ফল ও সবজি, দুগ্ধ, হাঁস, মাছ ধরা ইত্যাদি চাষের মতো কিছুই নেই। এমনকি তারা দেশের জন্য গম, ধান এবং সবজি ফলায় না। সেখানে কয়েক লক্ষ হেক্টর চারণভূমি রয়েছে। ভেনেজুয়েলা কি গরু, ভেড়া ও ছাগল চরাতে পারে না, তার ক্ষুধার্ত জনগনকে মাংস সরবরাহ করার জন্য? নদী ও মহাসাগরে প্রচুর পরিমাণে মাছ রয়েছে। তবুও ভেনেজুয়েলা এখনও ক্ষুধার্ত। মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে যদি আপনি বলিভারের (ভেনেজুয়েলার মুদ্রা) একটি ব্যাগ একটি দোকানে রাখেন, তবুও আপনি একটি পকেট পাউরুটি পাবেন না .গত বছরের তুলনায় মুদ্রাস্ফীতির হার ১৬,৯৮,৪৮৮। আজকে আপনি ভারতীয় এক টাকার বিনিময়ে ৩৬০৭ ভেনেজুয়েলার বলিভার পাবেন। আপনি অবাক হতে পারেন যে ভেনেজুয়েলায় সৌদি আরবের তুলনায় বিশ্বের বৃহত্তম তেলের ভাণ্ডার রয়েছে।

আপনি অবাক হবেন যে, ভেনিজুয়েলা ২০ বছর আগে উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি ছিল, কিন্তু তার নেতাদের ভুল নীতিগুলি একটি সমৃদ্ধ দেশকে মাত্র ২০ বছরে ভিক্ষুকের দেশে পরিণত করেছে। আজ পরিস্থিতি এমন খারাপ যে অনেক ভেনেজুয়েলার মহিলারা শুধু এক টুকরো রুটুর জন্য পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

একজন ভাল নেতা ২০ বছরের মধ্যে সিঙ্গাপুরকে উন্নত দেশে পরিণত করতে পারেন আর একজন অযোগ্য নেতা তার দেশকে ভেনেজুয়েলাতে পরিণত করতে পারেন।

ভেনেজুয়েলার নেতাদের ভুল কী ছিল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, যখন বিশ্বের তেলের জন্য ব্যাপক চাহিদা ছিল এবং দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখন ভেনেজুয়েলার একটি গৌরবময় সময় ছিল। ১৯৪৫ সালে দেশে প্রতিদিন ১ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন করা হয়।সরকার তার নাগরিকদের জন্য ফ্রি স্টাফ বিতরণ শুরু করে। দেশের প্রতিটি সেবা সরকার প্রদত্ত ছিল এবং প্রতিটি সেবা বিনামূল্যে ছিল। তেলের বিনিময়ে বিশ্বের অন্য দেশ থেকে পণ্য এসেছে। রেশন, ফল, সবজি, ওষুধ, যন্ত্রপাতি ও টেক্সটাইল, তেলের বিনিময়ে সবকিছু আমদানি করা হয়েছিল এবং সরকার তার নাগরিকদের সবকিছু বিনামূল্যে সরবরাহ করেছিল।

৫০ ও ৬০ এর দশকে, যখন বিশ্ব উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম করছিল, তখনও ভেনিজুয়েলায় একটি সূঁচও তৈরি হয় নি। তারা ইউরোপ থেকে বাঁধাকপি এবং টমেটোর মত পণ্যও আমদানি করতো।

ভেনিজুয়েলা একটি খুব সুন্দর দেশ। তবুও তাদের পর্যটন শিল্প নেই। ভেনিজুয়েলা পর্যটকদের কাছে এত প্রতিকূল ছিল যে, যদি কোন পর্যটক ভুল করে সেখানে গিয়ে থাকেন, তাকে কেউ একটি গ্লাস জলও দেবে না। সাধারণত এই দেশে বিদেশী আসত চাকরির জন্য, কিন্তু এই দেশে বিনামূল্যে সেবা ছিল, তাই ভেনেজুয়েলার সকল দলই বিদেশিদের প্রবেশের বিরুদ্ধে ছিল। তাদের চিন্তা ছিল, কেন বিদেশীরা আমাদের বিনামূল্যে সেবার সুবিধা নেবে।

ফলস্বরূপ নাগরিকরা কৃষিকাজ, বা অন্য কোনও শিল্পের জন্য কিছু করেনি এবং সরকার শিল্প বিকাশের জন্য বিদেশ থেকেও শ্রম আমদানি করতে দেয়নি। অতএব, দেশে কোন উন্নয়ন নেই, এমনকি পর্যটনেরও না। তারপর একদিন অপরিশোধিত তেলের দাম পড়তে শুরু করে। সরকারী মালিকানাধীন তেল কোম্পানি পিডিভিএসএ। কমিউনিস্ট সরকার সবাইকে চাকরি দিতে বলে কোম্পানিকে । কোম্পানির কর্মী প্রযোজন ছিলনা। কিন্তু সরকার এটাকে জোর দিয়েছিল এবং কমপক্ষে এক পরিবার থেকে একজনকে সরকারী তেল কোম্পানি পিডিভিএসএতে চাকরি দিয়েছিল। যেখানে তিনি কাজ না করে মোটা বেতন নিয়েছিলেন।

তারপর তেলের দাম আরও হ্রাস পেয়েছিল এবং তেল কোম্পানি বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছিল। ফলস্বরূপ, জনগনকে বিনামূল্যে উপাদান প্রদান অসম্ভব হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে প্রতি পণ্য দুর্লভ হয়ে ওঠে। ৩৫ মিলিয়ন অলস মানুষ, যারা জীবনে কোনো কাজ করেনি, লুটপাট শুরু করে। মেয়েরা পতিতাবৃত্তির মধ্যে যেতে শুরু করে। সমাজতান্ত্রিক সরকার তখনও শেখেনি। জনগনকে বিনামূল্যে জিনিস সরবরাহ অবিরত রাখতে ঋণ গ্রহণ শুরু করে।

আজ ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস বিশ্বের সবচেয়ে অনিরাপদ শহর, যেখানে মানুষ নিহত হয় এবং মেয়েদের শুধু রুটি জন্য তাদের শরীর বিক্রি করতে হয়। এক প্লেট খাদ্যের জন্য ১.৫ মিলিয়ন (১মিলিয়ন ১০ লাখ) বলিভার খরচ।কেনো এত বড় দেশ ৩.৫ কোটি মানুষের জন্য গম চাল উৎপাদন করতে পারেনা? আজ ভেনেজুয়েলার সরকার যদি ভারতের পাঞ্জাবের ১০০০ জন কৃষককে আমন্ত্রণ জানায় এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে তবে মাত্র ৬ মাসে আমাদের কৃষকরা ভেনেজুয়েলার সমগ্র দেশে খাদ্য সরবরাহের জন্য প্রচুর পরিমাণে শস্য, শাকসবজি, ফল এবং দুগ্ধ উৎপাদন করে দেবে। ভারতে একটি জায়গা কাপুরথালা এত তরমুজ উৎপন্ন করে যে উত্তর ভারতের সমগ্র তরমুজের চাহিদা পূরণ করে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সরকার তার নাগরিকদের এই ধরনের ফ্রিলোডারের শিক্ষা দিয়েছে? দেশের মানুষ কে এত অযোগ্য ও দায়িত্বহীন কে করেছে? লোকেরা যদি তাদের বাড়ির পিছনে ফলের বীজ এবং সবজি বীজ ফেলে দেয়, তাতেই পরবর্তী দুই মাসে প্রচুর পরিমাণে ফল ও সবজি থাকবে ক্ষুধা মেটানোর জন্য। গত ১০ বছর ধরে মানুষ ক্ষুধার্ত রয়েছে। তবুও, সরকার ও শিখছে না, মানুষ ও না আজ ভারতের সকল রাজনৈতিক দলও ধীরে ধীরে এই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ... জনগণের কাছ থেকে বিপুল কর রাজস্ব নিয়ে তারা বিনামূল্যে স্কিম এবং আইটেমের ঘোষণা করে দিচ্ছে। সব দল এই এক জুয়া খেলাতে ব্যস্ত। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি ভেবে কর প্রদানকারীদের কষ্টার্জিত উপার্জনের অর্থ বিতরণ করছে কিছু মানুষের মধ্যে.. এটি তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছে বিনামূল্যে পাওয়ার লোভের অভিমুখে। যারা ধীরে ধীরে কঠোর পরিশ্রম করার কথা ভেবেও দেখবেনা। যা আমাদের দেশকে বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিতে পরিণত করতে পারে। আমাদের দেশের অবস্থা শ্রীলংকা মতো অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে।

সাময়িকী

লন্ডনে রাজার অভিষেকের দিনে রাজতন্ত্র বিরোধী বিক্ষোভ, ৬ জন গ্রেফতার

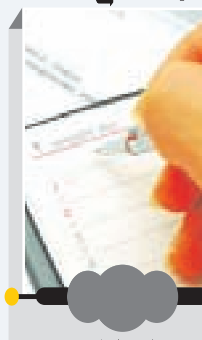

রোমা বোস
কলামিস্ট

লন্ডনে রাজা তৃতীয় চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠানের দিনে রাজতন্ত্র বিরোধী গ্রুপ রিপাবলিকের নেতা সহ মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ব্যানার এবং প্ল্যাকার্ড সহ এরা ট্রাফালগার স্কোয়ারের কাছে জড়ো হচ্ছিল। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ‘নট মাই কিং’ লেখা টি-শার্ট পরা রিপাবলিকের সদস্যদের পুলিশ আটক করছে। এদের মধ্যে গ্রুপের নেতা গ্রাহাম স্মিথও ছিলেন। গ্রেফতারের আগে তারা ট্রাফালগার স্কোয়ারের কাছে গাড়ি থেকে তাদের প্ল্যাকার্ড নামাচ্ছিলেন। এই স্থানের কাছ দিয়েই অভিষেক অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রা যাচ্ছিল।

রিপাবলিক এক বিবৃতিতে বলেছে, কেন তাদের সদস্যদের গ্রেফতার করা হয়েছে তার কোন ব্যাখ্যা পুলিশ কর্মকর্তারা দেননি। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের অধিকার যেভাবে হরণ করা হলো, রিপাবলিক তার সমালোচনা করেছে।

গ্রেফতার হওয়া রিপাবলিক সদস্যদের একজন ম্যাট টার্নবুল বলেন, যে স্ট্র্যাপ দিয়ে তাদের প্ল্যাকার্ডগুলো বেঁধে রাখা হয়েছিল, সেটিকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে এটি দিয়ে কেউ নিজেকে কোন কিছুর সঙ্গে আটকে রাখতে পারবে।

মি. টার্নবুল বিবিসিকে বলেন, সত্যি কথা বলতে কী আমাদেরকে কোনদিনই এরা দৃশ্যমান হতে দেবে না, ওরা জানতো আমরা এখানে আসছি। আমাদের থামানোর জন্য ওরা কোন একটা উপায় খুঁজে বের করতোই।

মি. টার্নবুলকে পুলিশ হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যায়।

ব্রিটেনে এ সপ্তাহে যে নতুন আইন পাশ হয়েছে তাতে রাস্তার ধারে কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে আটকে রাখার প্রস্তুতি নেয়া অবৈধ করা হয়েছে। ব্রিটেনে কিছু গোষ্ঠী, বিশেষ করে পরিবেশবাদী গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রায়শই এভাবে নিজেদের আটকে রেখে বিক্ষোভে অংশ নেয়। লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ ঠিক কত মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা বলেনি, তবে তারা নিশ্চিত করেছে যে কিছু লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রিপাবলিক জানিয়েছে, তাদের অনেক প্ল্যাকার্ড পুলিশ জব্দ করেছে। তারা প্রশ্ন তুলেছে, এটা কি গণতন্ত্র?

গ্রুপটি এক বিবৃতিতে বলেছে, অনেকেই প্রশ্ন করছে, কেন আমরা প্রতিবাদ করছি। কারণ আমরা অভিষেকের এই উপলক্ষটা ব্যবহার করতে চাই রাজতন্ত্র নিয়ে যে বিতর্ক সেটা বদলে দেয়ার জন্য। আমরা দেখাতে চাই যে আমরা রাজতন্ত্রপন্থী কোন জাতি নই।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এসব গ্রেফতারের নিন্দা করেছে। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, এভাবে লোকজনকে গ্রেফতারের ঘটনা মস্কোতে ঘটে, লন্ডনে এরকম ঘটতে পারে আমরা আশা করি না।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের যুক্তরাজ্য শাখার পরিচালক ইয়াসমিন আহমেদ বলেন, অভিষেকের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভের কারণে লোকজনকে গ্রেফতারের ঘটনা খুবই উদ্বেগজনক।

পাঠকের চিঠি

টাকার গরম...

কেউ কেউ বলেন... অর্থই অনর্থের মূল।কেউ কেউ বলেন... টাকা নেই তো সবই ফাঁকা।আসলে বেঁচে থাকতে গেলে টাকা বা অর্থের প্রয়োজন।টাকা না থাকলে আমরা কিছুই করতে পারবো না,না পরিবারের কাজ,না সমাজের কাজ,না দেশের কাজ,না ধর্মের কাজ।আবার যদি বেশি টাকা বা অর্থ হয়ে যায় তাহলে শক্তির অহংকার হয়।ধনের অহংকার হয়।ধরা কে সরা জ্ঞান করে।অর্থের অপব্যবহার করে।অকাজ ,কুকাজ ও কুকর্ম করে।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন,,সংসার প্রতিপালন করার জন্য যেটুকু অর্থের প্রয়োজন তা সৎ উপায়ে অর্জন করবে এতে কোনো দোষ নেই।আর অর্থ বেশি হয়ে গেলে ও টাকা বেশি হয়ে গেলে শরীর গরম হয়ে যায় তাতে ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে।এমনকি প্রাণ নাশ ও হয়ে থাকে।এই প্রসঙ্গে কথামৃতের একটা গল্প মনে পড়ে গেল।এক হাতী প্রতিদিন জঙ্গল থেকে এক পুকুরে জল পান করতে যেত।পুকুরের পাড়ে এক গর্তে এক ব্যাঙ থাকতো।হাতী যখন আসতো তখন হাতী কে দেখে ব্যাঙভয়ে গর্তে ঢুকে যেতো।একদিন ব্যাঙ টি একটি রুপোর টাকা পায়।তাতে ব্যাঙের শরীর গরম হয়ে যায়।সেদিন যখন হাতী পুকুরে জল পান করতে আসে সেদিন কিন্তু ব্যাঙ ভয়ে গর্তে আর লুকোয় নি।উপরন্তু হাতী কে আসতে দেখে তাকে গর্ব ভরে লাথি দেখায়।হাতী ব্যাঙের এই পরিবর্তন ও আচরণ দেখে হতবম্ব হয়ে যায়।সে ব্যাপার কি জানার জন্য ব্যাঙের কাছে যায় ও দেখে তার কাছে একটা রুপোর টাকা আছে।হাতী বুঝে নিলো ব্যাঙের টাকার গরম হয়েছে তাই আমাকে আজ লাথি দেখাচ্ছে।এই বলে হাতী পা দিয়ে ব্যাঙের ভবলীলা সাঙ্গ করলো।এই হলো অর্থই অনর্থের মূল।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মণিপুরে সহিংসতা ঃ ঘর ছেড়েছেন ২৩ হাজার বাসিন্দা

ইম্ফাল ঃ ভারতের মণিপুর রাজ্যে গত সপ্তাহে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতায় প্রায় ২৩ হাজার মানুষ বাড়ি ছেড়েছেন বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী। মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সিমান্তবর্তী রাজ্যটিতে কয়েক হাজার সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

ইম্ফাল ও চুরাচান্দপুরের হাসপাতালের মর্গের তথ্যের ভিত্তিতে অন্তত ৫৪ জনের প্রাণহানির খবর প্রকাশ করেছে স্থানীয় গণমাধ্যম। তবে মণিপুর সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদিপ সিং জানিয়েছেন, ১৮ থেকে ২০ জনের প্রাণহানির তথ্য আছে তাদের কাছে। সাম্প্রতিক জাতিগত সহিংসতার ঘটনায় তারা নিহত হয়েছেন কীনা তা খতিয়ে দেখছে কর্তৃপক্ষ। তবে প্রায় ১০০ জন আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন ও পাঁচ শতাধিক বাড়িঘর পুড়ে গেছে বলেও জানান তিনি। রোববার সেনাবাহিনী জানিয়েছে, আগের রাতে বড় ধরনের সহিংসতার কোন ঘটনা ঘটেনি। চুরাচান্দপুর সকাল সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত কারফিউ শিথিল করা হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে ড্রোন ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করে আকাশ থেকে নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও জানিয়েছে তারা।

বিবৃতিতে বাহিনীটি জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত মোট ২৩ হাজার বেসামরিক নাগরিককে উদ্ধার করে সামরিক ঘাঁটিতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

এদিকে পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে উল্লেখ করে কারফিউ শিথিল করার ঘোষণা দিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং।

মণিপুরে মেইতেইরা মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশেরও বেশি। নাগা ও কুকিরা ৪০ শতাংশের মতো। কিন্তু একদিন মেইতেইদের আদিবাসী বলে মানা হতো না। কিন্তু এবার হাইকোর্ট তাদের সেই তফসিলি উপজাতির স্বীকৃতি দিল। ফলে এতদিন মেইতেইরা 'নোটিফায়েড' পাহাড়ি এলাকায় জমি কিনতে পারতো না। এবার তারা পারবে। এই সিদ্ধান্তে অন্য আদিবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। হাইকোর্টের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে নাগা ও কুকিরা গত সপ্তাহে প্রতিবাদ জানান, যা সহিংসতায় রূপ নেয়।

এর আগে মণিপুরের বিজেপি সরকারও কেন্দ্রের কাছে চিঠি লিখে মেইতেইদের উপজাতির স্বীকৃতি দেয়ার অনুরোধ করেছিল। গত সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে কথা বলেন।

এই পরিস্থিতির জন্য বিজেপিকে দায়ী করেছে কংগ্রেস। মণিপুরে সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যটিতে গত কয়েক যুগ ধরেই জাতিগত ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোর সংঘাত চলছে। ১৯৫০ এর দশক থেকে এখন পর্যন্ত ৫০ হাজার মানুষ সহিংসতায় প্রাণ হারিয়েছেন। রাজ্যটির পূর্বে মিয়ানমার ও পশ্চিমে বাংলাদেশ সীমান্ত।

টেক্সাসে বন্দুক হামলা, হামলাকারীসহ নিহত ৯

টেক্সাস ঃ টেক্সাসের ডালাসের কাছে একটি শপিং মলে বন্দুক হামলায় অন্তত আট জন নিহত হয়েছেন। সন্দেহভাজন বন্দুকধারী পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। শনিবারের এই হামলায় অনেকে আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে সাতজন এখনও হাসপাতালে। এরমধ্যে তিনজনের পরিস্থিতি গুরুতর। ডালাস থেকে ২৫ মাইল দূরে অ্যালেন শহরে একটি শপিংমলে স্থানীয় সময় দুপুর ৩.৪৫এ গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। এর আগে অ্যালেন পুলিশ বিভাগ নয়জনকে হাসপাতালে নেয়ার তথ্য দিয়েছিল। তার মধ্যে দুই জন মারা যান বলে পরে জানিয়েছে তারা। পুলিশের এক কর্মকর্তার গুলিতেসন্দেহভাজন বন্দুকধারী ঘটনাস্থলেই নিহত হন বলেও উল্লেখ করেছে তারা। তবে তার সম্পর্কে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য দেয়নি পুলিশ। তাদের ধারণা হামলাকারী একাই ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক হামলা নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ২০২৩ সালে এখন পর্যন্ত ১৯৫ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। দেশটিতে জনসংখ্যা চেয়েও আগ্নেয়াস্ত্রের সংখ্যা বেশি।

সমাজসেবী সুনীল কুমার দে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস শান্তি পুরস্কার পেলেন

পোটকা ঃ কলকাতার এন,ডাবলিও,আর সংস্থা পোটকা অঞ্চলের সমাজ সেবী সুনীল কুমার দে কে উনার সমাজ সেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট যোগদানের জন্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস শান্তি পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন।সুনীল কুমার দে প্রধানত একজন প্রতিষ্ঠিত কবি ও লেখক যিনি বিগত ৪৫ বছর ধরে সাহিত্য সেবার সাথে সাথে সমাজ সেবার ও বিভিন্ন কাজ করছেন গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে।গ্রামাঞ্চলে রক্তদান শিবিরের প্রচার প্রসার করা একটি উল্লেখনীয় কাজ তাঁর।সুনীল বাবু কে সামাজিক কাজে এই সম্মান দেওয়ার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ ও গুনীজন তাঁকে শুভকামনা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অরুন কুমার দে,কমলেশ মিশ্রা, তুষার কুমার দে,বীথিকা মণ্ডল,সুবোধ গরাই,লোকেশ ভকত,মধুসূদন ভট্টাচার্য্য,রাজেশ রায়,অনুপম কুমার ভকত,কালিকৃষ্ণ পাত্র,মনোজ কুমার সরদার,তুষার পীযূষ,গনেশ সরদার,যোগেন্দ্র প্রসাদ,চঞ্চল হালদার,নবরঞ্জন ভকত,ডাক্তার বিকাশ চন্দ্র ভকত,ডাক্তার টি,বি,দত্ত,মিঠুন সাহু,বিদ্যুৎ পাল,চন্দনা পাল,সুভাষ সিংহ রায়,দুলাল চন্দ্র দাস,বিদ্যা শর্মা,রাকেশ মিশ্রা,ভবতরণ মণ্ডল,পীযূষ পাল,বিভীষণ সিং,সূর্য্য শেখর পাঠক,দিলীপ মণ্ডল,আনন্দ সাহু,সুদীপ মুখার্জি,সেলিম আজাদ,রাজ কুমার সাহু,রঞ্জনা সাহু,বিভীষণ মাহাতো,পূজা মাহাতো,বি,কে,চৌরাশিয়া,ভি,এম,কান্ত,শৈলেন গুহা,ডাক্তার রাজীব লোচন মাহাতো,গনেশ ঝা,এস,পি,শ্রীবাস্তভ,আল্পনা শর্মা,জয়দেব দাস প্রমুখ।

মুসলিম ভোট পেতেই কি ভাইপোর সঙ্গে সভা মমতার?

কলকাতা ঃ গত বিধানসভা নির্বাচনে মুসলিম ভোটের সিংহভাগ পেয়েছিলেন মমতা। সেই ভোট ধরে রাখতে এখন থেকেই প্রচারে তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন 'জনজোয়ার যাত্রা' করছেন। পায়ে হেঁটে তিনি জেলায় জেলায় ঘুরছেন। প্রথমে মালদহে করেছেন, তারপর মুর্শিদাবাদে।

প্রথমে বলা হয়েছিল,অভিষেক একাই এই যাত্রা করবেন। তারপর সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর যোগদান এবং পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমপ্রধান দুই জেলায় ভাইপোর সঙ্গে মমতার এই যৌথ সভাসমাবেশ করা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে. মুখ্যমন্ত্রী কি তার সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক বাঁচাতে মরিয়া?

গত বিধানসভায় মমতা রাজ্যের মুসলিম ভোটের সিংহভাগ পেয়েছিলেন। কংগ্রেসবামেদের থেকে মুখ ফিরিয়ে সংখ্যালঘু ভোটদাতারা যে পুরোপুরি তৃণমূলের দিকে চলে গিয়েছিলেন, তা নিয়ে ভোটবিশেষজ্ঞরা একমত। সেজন্যই বিধানসভায় একটা আসনও পায়নি বামকংগ্রেস। শুধুমাত্র জোটের প্রার্থী হিসাবে নওয়াজ সিদ্দিকি জিতেছিলেন। পরিস্থিতি একই থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবে ভাইপোর সঙ্গে যৌথ সভা করতে হত না বলে মনে করেন বিরোধী নেতারা। কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী বাম সমর্থিত কংগ্রেসের প্রার্থীর কাছে হেরে গেছেন। তারপরই তৃণমূল যথেষ্ট চিন্তায় পড়েছে। কারণ, সাগরদিঘিতে প্রায় ৬৭ শতাংশ ভোটদাতা মুসলিম। সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী পেয়েছেন ৪৭ শতাংশের বেশি ভোট, আর তৃণমূল প্রার্থী পেয়েছেন ৩৫ শতাংশ। ফলে মুসলিম ভোট কোনদিকে গেছে, তা স্পষ্ট।

এই ফলাফলের পর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও লোকসভায় কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী বলেছিলেন, মুসলিমরা বুঝতে পেরেছেন, মমতা তাদের ঠকিয়েছেন। তাই তারা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও বলেছেন, মুসলিম ভোট তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের দিকে যাওয়ায় এই ফল হয়েছে।

কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে যারা পুরোপুরি তৃণমূলকে সমর্থন করলেন, বছর দেড়েকের মধ্যেই তাদের অনেকে মুখ্যমন্ত্রীর দলের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার কংগ্রেসকে সমর্থন করলেন কেন? প্রবীণ সাংবাদিক শরদ গুপ্তা ডয়চে ভেলেকে বলেছেন, ''বিধানসভার সময় পরিস্থিতি আলাদা ছিল। তখন বিজেপিকে হারানোর প্রশ্নটা বড় ছিল। তাই মুসলিম ভোট ওদিকেই গেছিল।'' শরদ মনে করেন, ''তারপর যেভাবে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে, আনিস খানের হত্যার প্রসঙ্গ এসেছে, কালিয়াগঞ্জের মতো ঘটনা ঘটেছে, তাতে মুসলিমদের কিছুটা মোহভঙ্গ হওয়া স্বাভাবিক। সামনে লোকসভা নির্বাচন। সেখানে লড়াইটা মূলত মোদী বনাম কংগ্রেস হওয়ার কথা। তাই মমতা মুসলিম ভোট হাতছাড়া হওয়ার ভয় পেতেই পারেন।''

সাগরদিঘির ফলাফলের পর রাজ্যের পাঁচজন সংখ্যালঘু মন্ত্রীকে তা বিশ্লেষণের দায়িত্ব দিয়েছিলেন মমতা। মন্ত্রীদের কমিটি বলেছে, হারের মূল কারণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। লোকসভা ভোটে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের মতো দুই জেলায় অধিকাংশ আসনে জিততে চান মমতা। আবার বেশ কিছুদিন হলো, অধীর চৌধুরী মুর্শিদাবাদের মাটি কামড়ে পড়ে থেকে দলকে সংগঠিত করছেন। আবার কংগ্রেস যাতে এই জেলায় জয়ের পথে ফিরতে পারে তার চেষ্টা করছেন। মালদহেও একই চেষ্টা করছেন অধীর ও গনি খান চৌধুরীর আত্মীয়রা।

তাই কি এখন থেকেই মুসলিম ভোট সংগঠিত করে দলের দিকে ফেরাতে মরিয়া চেষ্টা করছেন মমতা?

নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতি, মূল্যস্ফীতির নিম্নগতি

ঢাকা ঃ নিত্যপণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে সংকটে বাংলাদেশে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষ। তবে মূল্যস্ফীতির পরিসংখ্যান বলছে, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধির হার কমছে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে সংকটে নানা শ্রেণির মানুষ। রাজধানী ঢাকার বাজারগুলোতে যেকোনো সবজি কিনতে গুনতে হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকা। চিনি নিয়ে অস্বস্তি তো আছেই। ভোজ্য তেলের দাম আরেক দফা বাড়ানো হয়েছে। স্বস্তির খবর নেই কোনো পণ্যেই। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এপ্রিল মাসের মূল্যস্ফীতির হিসাব প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মার্চের তুলনায় এপ্রিলে মূল্যস্ফীতি সামান্য কমেছে। এপ্রিলে দেশে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে নয় দশমিক দুইচার শতাংশে। যেখানে আগের মাসে ছিল নয় দশমিক তিনতিন শতাংশ। মার্চে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল নয় দশমিক শুন্যনয় শতাংশ। এই হার এপ্রিলে নয় শতাংশের নিচে নেমে এসেছে।

শনিবার রাজধানীর বিভিন্ন কাঁচাবাজার ঘুরে দেখা যায়, বাহারি সবজিতে বাজার ভরপুর থাকলেও বিক্রি হচ্ছে চড়া দামে। এতে বিপাকে পড়েছেন ক্রেতারা। বাজারে প্রতি কেজি টমেটো ৪০ থেকে ৬০ টাকা, বেগুন ৬০ থেকে ৭০ টাকা, পটল ৮০ টাকা, শসা ৬০ টাকা, ধুন্দুল ৭০ টাকা, করলা ৮০ থেকে ১০০ টাকা, ঢেঁড়শ ৬০ থেকে ৮০ টাকা, পেঁপে ৬০ থেকে ৭০ টাকা, চিচিঙ্গা ৬০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। আর প্রতি কেজি কাঁচামরিচ বিক্রি হচ্ছে ৬০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত। শেওড়াপাড়া কাঁচাবাজারের বিক্রেতা আজিজুল হক ডয়চে ভেলেকে বলেন, সবজির দাম আগে থেকে বাড়তি। আমাদের পাইকারি বাজার থেকে বেশি দামে সবজি কিনতে হয়। বাজারে পণ্যের সরবরাহ কিছুটা কম। সবজির দাম নির্ভর করে সরবরাহের ওপর, সরবরাহ বাড়লে দাম কমে যাবে।

মসলাজাতীয় পণ্য পেঁয়াজ এবং আদার দামও এক সপ্তাহের ব্যবধানে দশ থেকে কুড়ি টাকা বেড়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের এই মূল্যবৃদ্ধিতে কষ্টে আছেন নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ। বেসরকারি একটি ব্যাংকের কর্মকর্তা রুবিনা আক্তার খান ডয়চে ভেলেকে বলেন, ''কিছু খরচে তো আর আমাদের হাত নেই। যেমন বাচ্চারের স্কুলের খরচ। সেগুলো তো করতেই হচ্ছে। নির্দিষ্ট আয়ে কীভাবে সামাল দিচ্ছেন? জানতে চাইলে এই ব্যাংক কর্মকর্তা বলেন, আগে যেখানে মাসে একবার বা দুইবার গরুর মাংস কিনতাম, এখন কয়েক মাস হলো কিনিই না। কারণ ৮০০ টাকা কেজি। আবার বাজারে গিয়ে টমেটো বা শশা কিনি না, যেসব সবজির দাম কম সেগুলো কিনি। আগে যেসব মাছ কিনতাম, এখন আর সেগুলো কিনছি না। যেগুলোর দাম কম, শুধু সেই মাছ কিনছি। মুরগি কিনি না, ডিম দিয়েই প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করছি। এভাবেই আসলে আয়ের মধ্যে রাখতে হচ্ছে মাসের খরচ।

গত বুধবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এপ্রিল মাসের মূল্যস্ফীতির হার প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মার্চের তুলনায় এপ্রিলে মূল্যস্ফীতি সামান্য কমেছে। এপ্রিলে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতিই ছিল সবচেয়ে বেশি ৯ দশমিক ৭২ শতাংশ। আর খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ। মার্চের তুলনায় এপ্রিলে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমেছে। তবে খাদ্যবহির্ভূত মূল্যস্ফীতি আগের মাসের মতোই রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমার কারণেই মূলত গত মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার আগের মাসের তুলনায় খানিকটা কমেছে। মার্চে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ০৯ শতাংশ। এই হার এপ্রিলে ৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির মধ্যেও খাদ্য মূল্যেস্ফীতি কীভাবে কমছে? জানতে চাইলে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, ''সবগুলো খাদ্যপণ্য মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব ফেলে না। বিশেষ করে চালের দাম বাড়লে মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব পড়ে। কিন্তু কয়েক মাস ধরে চালের দাম স্থিতিশীল। এমন কী কোনো ক্ষেত্রে কমেছেও। যেসব পণ্যের দাম বাড়ছে, এগুলো মূলত আমদানি পণ্য। যেমন তেল, চিনি, পেঁয়াজ। এগুলো খুব বেশি মূল্যস্ফীতিতে প্রভাব ফেলে না। এ কারণে মার্চের তুলনায় এপ্রিলে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি কমে এসেছে।''

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম মনে করেন বর্তমান বাজারমূল্যে সব শ্রেণীর মানুষের উপর প্রভাবটা সমান নয়। তিনি বলেন, তিন শ্রেণির ভোক্তা আছে। একটা শ্রেণির হাতে অনেক অর্থ। তারা বাজার করার পরও প্রচুর অর্থ তাদের হাতে থাকে। আরেকটা শ্রেণির হাতে কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে। সেই অর্থ দিয়ে তারা বাজার করছে। আরেকটা শ্রেণি আছে যারা সব সময় ঘাটতিতে থাকেন। এই শ্রেণিটা প্রচন্ড চাপে আছে। এই শ্রেণির মধ্যে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ বেশি, বিশেষ করে চাকরিজীবী। যেমন একজন রিক্সাচালক এমন পরিস্থিতিতে ২০ টাকার ভাড়া ২৫ টাকা নিচ্ছেন। টং দোকানিও চায়ের দাম একটু বাড়িয়ে নিচ্ছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ সেটা পারছেন না। ফলে তারাই সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছেন।

ঘরে ঘরে তার পুজা হবে ঃ সুনীল কুমার দে

পোটকা ঃ একদিন ঠাকুর তার নিজের ফটোতে পুজো করে মা সারদা কে বলেছিলেন,,,একদিন ঘরে ঘরে এর পুজো হবে। এখন আর তিনি কেবল ঘরেই নেই, তিনি আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছেন । পল্লীর চাষীর কুঠিরে, ধনীর প্রাসাদে, অট্টালিকায়, হিমালয়ের উলঙ্গ শিখরে, পাহাড়ীদের কুঠিয়ায়, শহরের ট্যাক্সিতে ট্যাক্সিতে, দোকানে দোকানে, চলতি মানুষের পকেটে পকেটে শ্রীরামকৃষ্ণ আজ বিরাজ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পথ চলতে ভালোবাসতেন । তিনি নিজে চলে অপরকে দেখাতেন কিভাবে পথে চলতে হয়। শরীর তাঁর পটু ছিল না, তাই দুঃখ করে বলেছিলেন, নিতাই গৌর দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিলিয়ে বেড়ালেন আর আমি ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া চলতে পারি না।তবুও তিনি ঘোড়ার গাড়িতে, নৌকায়, হেঁটে, রেলে, গরুর গাড়িতে, পালকিতে যেমনভাবে পারেন তাপিত পীড়িত, সংসারের আর্বতে ঘূর্ণিত মানুষকে ওঠাবার জন্য ঘুরে বেড়াতেন । যেখানেই আন্তরিকতা ব্যাকুলতা লক্ষ্য করতেন, সেখানেই ছুটতেন।

তাঁর অন্তরের ভাব ছিল ওগো তুমি ভক্ত , ঈশ্বরের চিন্তা কর,তাই তোমার কাছে এসেছি । আমি এসেছি ঐ টুকুই ছিল যথেষ্ট । মানুষ এক পা এগুলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন ।

মানুষ বেঁচে থাকে তার স্মৃতিতে । স্মৃতিকে ধরে সে হাসে, কাঁদে, চলে। স্মৃতি কখনো থাকে বিলীন, কখনো বা ভাস্বর জীবনদোলায় সদ্য দোদুল্যমান ।শ্রীরামকৃষ্ণকে স্থূল শরীরে হয়তো আমরা এখন আর কামারপুকুর ও জয়রামবাটির রাস্তায়, কোলকাতার অলিতে গলিতে, রাজপথে দেখতে পাবো না। তবুও তিনি যে সব পথে চলতেন সে সব পথ এখনো রয়েছে । সংসার ভারে অবনত, অভাব অনটনে জর্জরিত, আধিব্যাধিতে পীড়িত আমাদের মত সাধারণ মানুষের ঐ সব ভাববার অবসর কোথায়? কেউ যদি চলার পথে বলে দেয় এ পথ মাড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব গেছেন তখন ক্ষনিকের জন্যও মনকে সেই অপূর্ব দেব মানবের পুন্যস্মৃতি দোলা দিয়ে যায়।তাই বার বার মন ছুটে যায় তাঁর লীলা ভূমিতে,তাঁর স্মৃতি বিজড়িত জায়গায়,যদি প্রভুর পরশ পাই।আজ শুধু ঘরে ঘরে নয় সারা পৃথিবী ওই দাঁড়িবালা বুড়োটাকে নিয়ে গভেষণা করছে।একটি নিরক্ষর মানুষের চিন্তা ভাবনা আচার আচরণ উদারতা জ্ঞান বিজ্ঞান দেখে মানুষ অবাক হচ্ছে।সবাই আজ ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন এই অসাধারণ মানুষ টি আসলে কে ছিলেন যার আজ ঘরে ঘরে পুজো হচ্ছে।

ঠনঠনের বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রিটের উপর শ্রীম যখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতেন তখন পথচারীরা ভাবতো এ লোকটা পাগল।আর সেই পাগল জানত এ পথ দিয়ে স্বয়ং ভগবান বিচরণ করে গেছেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিতে বেঁচে ছিলেন । শ্রীম শুধু নিজে ভগবৎস্মৃতিতে বেঁচে ছিলেন না পরবর্তী কালের অগণিত মানুষের জন্য রেখে গেছেন অমর সব স্মৃতি চিত্র যা আমরা কথামৃতের পাতায় পাতায় পাই।কথামৃতই আজ আমাদের চলার পথ যাকে অবলম্বন করে আমরা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পৌছাবো।

নেইমারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করায় কট্টর সমর্থকদের টিকিট ব্লক করেছে পিএসজি

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ লিওনেল মেসির সৌদি আরব সফর ঘিরে কয়েক দিন ধরেই পিএসজি উত্তপ্ত। সেই তাপের ছোঁয়া লেগেছে ফুটবলবিশ্বেও। মেসির এমন অনুমতিবিহীন সফর মানতে পারেননি পিএসজি সমর্থকেরা। মেসিকে 'ভাড়াটে' বলে কটাক্ষও করেছেন তাঁরা। মেসি-পিএসজির এ বিরোধের উত্তাপ এড়াতে পারেননি নেইমারও। পিএসজির অফিশিয়াল সমর্থক গোষ্ঠী 'আলট্রাস'-এর পক্ষ থেকে নেইমারের বাসার সামনে গিয়ে তাঁর ক্লাব ছাড়ার দাবিতে বিক্ষোভ করেছে। পিএসজি কর্তৃপক্ষ অবশ্য সমর্থকদের এমন আচরণে হতাশা প্রকাশ করে তখনই বিবৃতি দিয়েছিল। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে সেই সব সমর্থকদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও করেছে ক্লাবটি। ফরাসি সংবাদমাধ্যম আরএমসি স্পোর্টস জানিয়েছে, প্যারিসের ক্লাবটি আলট্রাস নামক কট্টর সমর্থকদের ত্রয়ার বিপক্ষে পিএসজির ম্যাচ দেখা থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ম্যাচে প্যারিসের দলটির সঙ্গে ৯০০ ভক্তের যাওয়ার কথা ছিল, যেখানে আলট্রাস গোষ্ঠীর ৪৫০ সমর্থকও ছিলেন। কিন্তু পিএসজির একটি সূত্রের বরাত দিয়ে আরএমসি জানিয়েছে, যাঁরা মেসি ও নেইমার বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যার অংশ হিসেবে ৪৫০টি টিকিট ব্লক করা হয়েছে। এই ধরনের কাণ্ড যেন ভবিষ্যতে না ঘটে, সে জন্যই এমন কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে এমন নিষেধাজ্ঞার পরও অনেক সমর্থক খেলা দেখতে যাওয়ার কথা ভাবছেন। এর আগে গত বুধবার ফ্রান্সের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টার দিকে পিএসজির প্রধান কার্যালয়ের সামনে হাজির হন আল্ট্রার কয়েক শ সদস্য। তাঁদের হাতে ছিল ক্লাবের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা ব্যানার। সেই বিক্ষোভের ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, কিছু সমর্থক মেসি, নেইমার ও মার্কো ভেরাত্তির বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছেন। পিএসজি চেয়ারম্যান নাসের আল খেলাইফির প্রতিও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা। একপর্যায়ে পিএসজির প্রধান কার্যালয়ের সামনে থেকে কিছু সমর্থক বোগিভালে অবস্থিত নেইমারের বাড়ির সামনে যান। বাসার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে 'নেইমার চলে যাও' স্লোগান দেন তাঁরা।

আনচেলত্তিকে নিয়ে 'আর কিছু শুনতে চান না' রিয়াল সভাপতি

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ কোপা দেল রে জয়ের মাধ্যমে রিয়াল মাদ্রিদে একটি চক্র পূরণ হয়েছে কার্লো আনচেলত্তির। ২০২১ সালে মাদ্রিদের কোচ হয়ে ফিরে আসার পর সম্ভাব্য সব ট্রফিই জেতা হয়ে গেছে তাঁর। গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগ ও লা লিগার পাশাপাশি জিতেছিলেন ইউরোপিয়ান সুপার কাপ, স্প্যানিশ সুপার কাপ ও ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপের ট্রফি। বাকি ছিল কোপা দেল রে। কাল রাতে ওসাসুনাকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে সেটিও প্রাপ্তির খাতায় যোগ হয়েছে। তবে রিয়াল যখন ২০২২-২৩ মৌসুমের প্রথম ট্রফি জয়ের উদ্‌যাপনে ব্যস্ত, আলোচনায় তখন আনচেলত্তির থাকা না-থাকার প্রসঙ্গও। আগামী বছর পর্যন্ত রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি আছে তাঁর। কিন্তু ব্রাজিল ও স্প্যানিশ গণমাধ্যমে প্রবল গুঞ্জন, ব্রাজিল কোচের দায়িত্ব নিতে রিয়াল ছাড়তে পারেন তিনি। সিবিএফ সভাপতি এদনালদো রদ্রিগেজ ৬৩ বছর বয়সী এই ইতালিয়ানকে কোচ বানানোর আগ্রহের কথা খোলামেলাই বলেছেন। এমন পরিস্থিতিতে আনচেলত্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে যে কৌতূহল, সেটাই জানতে চাওয়া হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদের সভাপতি ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের কাছে। ওসাসুনাকে হারিয়ে রিয়ালের ২০তম কোপা দেল রে জয়ের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন পেরেজ। মার্কার খবরে বলা হয়, আনচেলত্তির দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হলে একপ্রকার বিরক্তিই প্রকাশ করেন পেরেজ। অল্প কথার জবাবে রিয়াল সভাপতি বলেন, 'আমি এ নিয়ে আর কিছু শুনতে চাই না। তাঁর সঙ্গে আমাদের চুক্তি আছে। আমরা দুই পক্ষই খুশি আছি।' আনচেলত্তির মাদ্রিদে থেকে যাওয়া নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় রিয়াল মাদ্রিদ গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়াকেও। চলতি মৌসুমে কোপা দেল রেতে শিরোপা জয় আর চ্যাম্পিয়নস লিগে শেষ চারে জায়গা করে নিলেও লা লিগায় ভালো করেনি রিয়াল। মৌসুমের বাকি পাঁচ ম্যাচ। বার্সেলোনার চেয়ে ১৪ পয়েন্ট পিছিয়ে থাকায় লা লিগা জয়ের আশা একপ্রকার শেষ। এমন প্রেক্ষাপটে আনচেলত্তির রিয়াল ছেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যে একদমই উড়িয়ে দেওয়া যায় না, পরোক্ষে সেই আভাসই দিয়েছেন কোর্তোয়া, 'লিগে আমাদের যে অবস্থা, কোচকে দোষারোপ করাটা সহজ। তবে আমাদের খেলোয়াড়দেরও এর দায় নিতে হবে, কারণ শেষ পর্যন্ত লড়াই করার মতো সেরা ফুটবল আমরা খেলতে পারিনি। দলের সবাই আনচেলত্তির ওপর খুশি। তবে তিনি থাকবেন কি না, সেটা আমার সিদ্ধান্ত নয়।'

মেসির সৌদিগুঞ্জন নিয়ে যা বললেন আল হিলাল কোচ

স্পেন ঃ প্যারিসে লিওনেল মেসির সর্বশেষ খবর বলছে সবকিছুর পরও তাঁকে রাখতে চায় পিএসজি। এরপরও অবশ্য আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়কের সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল বা স্পেনের বার্সেলোনায় যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে গুঞ্জন থামছে না। আল হিলাল কত অঙ্কের প্রস্তাব দিয়েছে, বার্সেলোনাই বা কী বলছে-এসব খবর ইউরোপের সংবাদমাধ্যমজুড়ে। এর মধ্যেই মেসির আল হিলালে যাওয়ার গুঞ্জন নিয়ে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করেছেন সৌদি আরবের ক্লাবটির কোচ রামন দিয়াজকে। মেসিকে নিয়ে কী ভাবছেন তিনি আর মেসিকে নেওয়ার ব্যাপারে অগ্রগতির অবস্থায়ই বা কী-এমন প্রশ্নের উত্তরে দিয়াজ অবশ্য শান্ত ভাবই ধরে রেখেছেন। আল হিলালের কোচ যা বললেন, সেটার অর্থ দাঁড়ায় আপাতত তারা ১২ মে কিং কাপের ফাইনাল নিয়ে ভাবছে, মেসিকে নিয়ে নয়!

রামন দিয়াজ বলেছেন, 'আমরা এখন ম্যাচে মনোযোগ দিচ্ছি। আমাদের একটি ফাইনাল আছে। এই ফাইনালের পর আমরা ভেবে দেখব, কী করা যায় বা কী ঘটে।'

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে আল নাসর কেনার পর মেসির দিকে হাত বাড়ায় সৌদি লিগের ক্লাব আল হিলাল। দিয়াজ যতই বলুন, এ নিয়ে এখন তিনি ভাবছেন না, কিন্তু ফুটবলের বাজারে গুঞ্জন, এরই মধ্যে দুই বছরের জন্য রেকর্ড ৪০ কোটি ইউরোর প্রস্তাবও নাকি মেসিকে তারা দিয়েছে।

কিন্তু সৌদি আরবে এবং সৌদি লিগে রোনালদোর মানিয়ে নেওয়ার সমস্যা নাকি মেসির কপালেও চিন্তার ভাঁজ বাড়িয়েছে। তাই আরব দেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে শেষ পর্যন্ত সরেও আসতে পারেন মেসি।

সৌরভ-কোহলি অবশেষে হাত মেলালেন

মুম্বাই ঃ বিরাট কোহলির সঙ্গে সৌরভ গাঙ্গুলীর সম্পর্কটা অনেক দিন ধরেই ভালো যাচ্ছিল না। ভারত দলের ওয়ানডে নেতৃত্ব থেকে কোহলিকে যখন সরিয়ে দেওয়া হয়, সেই সময় বিসিসিআইয়ের সভাপতি ছিলেন সৌরভ। দুজনের সম্পর্কে ফাটলের শুরু সেখান থেকেই। দুজনের সম্পর্কের শীতলতার বিষয়টি ভালো করে প্রকাশ পায় আইপিএলের শুরুর দিকে বেঙ্গালুরু-দিল্লি ম্যাচ শেষে। সেই ম্যাচ শেষে দুই দলের শুভেচ্ছা বিনিময়ে কোহলিকে এড়িয়ে যান সৌরভ। ভারতের সাবেক অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলাননি তিনি।

সেই ঘটনার পর ইনস্টাগ্রামে সৌরভকে আনফলো করে দেন কোহলি। এর জবাবটা সৌরভ দিয়েছিলেন কোহলিকে আনফলো করে দিয়ে। তখন এ নিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যমসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিস্তর আলোচনাও হয়েছে।

এর মধ্যেই গতকাল আবার আইপিএলে মুখোমুখি হয়েছিল দিল্লি-বেঙ্গালুরু। দিল্লির কাছে ৭ উইকেটে হারা ম্যাচ শেষে বেঙ্গালুরুর খেলোয়াড়েরা যখন প্রতিপক্ষের কোচ-খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছিলেন, সবার নজর ছিল সেদিকে। দেখতে চেয়েছিলেন সৌরভ-কোহলি এবার কী করেন!

সৌরভ যা পেরেছে, কোহলি পারত কি না সন্দেহ অধিনায়ক হিসেবে শেবাগের চোখে সৌরভই সেরা ভারতের ক্রিকেট মহলের সবাইকে স্বস্তি দিয়ে সৌরভ আর কোহলি হাত মিলিয়েছেন। এমনকি শুভেচ্ছা বিনিময় করার সময় দুজনকে খানিকক্ষণ কথাও বলতে দেখা গেছে।

র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা বাবরদের যে খুঁত দেখছেন বুচার

লাহৌর ঃ সামনেই ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সে বিশ্বকাপের আগে ওয়ানডে ক্রিকেটে দারুণ ছন্দে বাবর আজমের দল। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে পাকিস্তান জিতেছে প্রথম চার ম্যাচেই। অধিনায়ক বাবর নিজে তো ব্যাটসম্যানদের ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে আছেনই, পাকিস্তানও উঠে গেছে প্রথমবারের মতো ওয়ানডেতে দলীয় র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে। এরপরও এই পাকিস্তান দলে সমস্যা দেখছেন সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার মার্ক বুচার। পাকিস্তান ওয়ানডে দলে ওপেনার হিসেবে ইমাম-উল-হক ও ফখর জামানের জায়গা পাকা। দুজনই আছেন দুর্দান্ত ছন্দে। তিন নম্বরে আসেন অধিনায়ক বাবর। ওয়ানডে ক্রিকেটে বাবর সময়ের সেরাদের একজন। এ সংস্করণে খেলা সর্বশেষ ১৭ ইনিংসের মধ্যে ১৪ ইনিংসেই ৫০ বা এর চেয়ে বেশি রান করেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক। সম্প্রতি হাশিম আমলার রেকর্ড ভেঙে দ্রুততম ৫০০০ রানের রেকর্ডও গড়েছেন। তাই টপ অর্ডার নিয়ে আপাতত দুশ্চিন্তা না করলেও চলছে পাকিস্তানের। চিন্তার জায়গাটা পাকিস্তানের মিডল অর্ডার নিয়ে। মোহাম্মদ রিজওয়ান ছাড়া আর কেউই মিডল অর্ডারে সেভাবে থিতু নন। আগা সালমান, শান মাসুদরা এখনো জায়গাটা নিজেদের করে নিতে পারেননি। ধারাভাষ্য দিতে পাকিস্তানে থাকা বুচারও ঠিক এ সমস্যার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। উইজডেনের সাপ্তাহিক পডকাস্টে বুচার বলেছেন, 'পাকিস্তান বিস্ফোরক দল। টপ অর্ডার দুর্দান্ত। ফখর, বাবর, ইমাম-সবাই ব্যাটসম্যানদের ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ দশে আছে। তবে তাদের মিডল অর্ডারে কিছুটা খুঁত আছে। পাঁচ, ছয় ও সাত নম্বরে এবং ফিনিশার ও অলরাউন্ডার হিসেবে কে খেলবে, এটা তারা এখনো ঠিক করতে পারেনি।'

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমাদের কতটা ভয় পাওয়া উচিৎ

নিউ ইয়র্ক (ওয়েবডেস্ক)ঃ আমরা যেভাবে জীবনযাপন করি, তা নাটকীয়ভাবে পাল্টে দেয়ার দারুণ ক্ষমতা আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সেটি ভালো বা মন্দ উভয় অর্থেই। কিন্তু পৃথিবীতে ক্ষমতা যাদের হাতে, তারা ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে বিরাট উন্নতি হতে যাচ্ছে সেটির জন্য কতটা প্রস্তুত, তা নিয়ে সন্দেহ আছে বিশেষজ্ঞদের।

২০১৯ সালে ওপেনএআই নামের একটি গবেষণা দল এমন একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছিল, যেটি কয়েক মাত্র প্যারাগ্রাফের একটি অর্থবহ টেক্সট লিখতে পারতো। এছাড়া এই সফটওয়্যার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া কোন কিছু পড়ে মোটামুটি তা বুঝতে পারতো, কিছুটা বিশ্লেষণ করতে পারতো।

ওপেনএআই শুরুতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাদের তৈরি এই সফটওয়্যার, যেটির নাম তারা দিয়েছিল জিপিটিটু, সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করবে না। তাদের আশংকা ছিল, লোকে এটি ব্যবহার করে খারাপ উদ্দেশ্য ব্যাপক হারে অপপ্রচার এবং মিথ্যাচার চালাবে। তখন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ওপেনএআই এর গবেষক দল বলেছিল, এটি খুব বেশি বিপদজনক।

এরপর ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে তিন বছর সামনে আসা যাক। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে।

ওপেনএআই এর জিপিটিটু সীমিত কিছু ব্যবহারকারীর মধ্যে ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু গত নভেম্বরে যখন তারা জিপিটিথ্রী বাজারে ছাড়লো, সেটি তাৎক্ষণিকভাবে সবার ব্যবহারের জন্যই উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

সাংবাদিকরা এবং বিশেষজ্ঞরা যখন এই প্রোগ্রামিং এর চ্যাটবট জিপিটির সক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখছিলেন, তখন তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। চ্যাটবট জিপিটি ব্যবহার করে হাজার হাজার সংবাদ প্রতিবেদন এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট লেখা হয়েছে।

প্রয়াত কমেডিয়ান জর্জ কার্লিনের স্টাইলে এটিকে দিয়ে স্ট্যান্ড আপ কমেডি লেখানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক নিয়ে। এটি খ্রিস্টধর্ম তত্ত্ব সম্পর্কে মতামত দিয়েছে। কবিতা লিখেছে। পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম থিউরি বুঝিয়ে দিয়েছে শিশুকে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অন্যান্য মডেল, যেমন ডালই এমন নিখুঁত ছবি তৈরি করেছে যে, এগুলো আর্ট ওয়েবসাইটে দেয়া উচিৎ কিনা তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

মেশিনও এখন সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে, অন্তত খালি চোখে তাই মনে হবে।

ওপেনএআই গত মার্চ মাসে যখন তাদের সর্বশেষ সংস্করণ জিপিটিফোর চালু করে, তখন তারা বলেছিল, অপব্যবহার বন্ধের জন্য এটির ভেতরে নানা ব্যবস্থা করা আছে। প্রথম যারা এর গ্রাহক হয়েছে তাদের মধ্যে আছে মাইক্রোসফট, মার্কিন ব্যাংক মেরিল লিঞ্চ এবং আইসল্যান্ডের সরকার।

মার্চ মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের অস্টিনে এক সম্মেলনে জড়ো হয়েছিলেন সারা বিশ্বের প্রযুক্তি খাতের নীতি নির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং নির্বাহীরা। সেখানে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা।

আরতি প্রভাকর হোয়াইট হাউসের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নীতি বিষয়ক দফতরের পরিচালক। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি দারুণ উৎসাহী। তবে এ নিয়ে তিনি একটা হুঁশিয়ারিও দিচ্ছেন।

আমরা যা দেখছি, তা হলো অসম্ভব শক্তিশালী এক প্রযুক্তির আবির্ভাব। এটি সংক্রমণের পর্যায় মাত্র। ইতিহাসে সব সময় দেখা গেছে, এ ধরণের শক্তিশালী নতুন প্রযুক্তি ভালো এবং মন্দ - উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয় সম্মেলনে একটি প্যানেলে আলোচনায় অংশ নেয়ার সময় বলছিলেন তিনি।

তার প্যানেলের আরেকজন আলোচক অস্টিন কার্লসন হুঁশিয়ারিটা দিলেন একদম রাখঢাক না রেখে।

আগামী ছয় মাসের মধ্যে আপনি যদি আপনি হতবাক হয়ে না যান, আমি আপনাকে ডিনার খাওয়াবো, বলছিলেন সীডএআই নামে একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা গ্রুপের এই প্রতিষ্ঠাতা।

অ্যামি ওয়েব হচ্ছেন ফিউচার টুডে ইন্সটিটিউটের প্রধান এবং নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। এই সম্মেলনে তিনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাব্য ফল কী দাঁড়াবে, তার একটা চিত্র দেয়ার চেষ্টা করলেন। তার মতে, আগামী দশ বছরে এটি দুই বিপরীত দিকে যেতে পারে।

তিনি প্রথমে এমন একটি আশাবাদী দৃশ্যপটের কথা বলছে, যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সমস্ত উন্নতি ঘটানো হবে সর্বসাধারণের কল্যাণে। এআই সিস্টেমগুলোর ডিজাইনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে। সেখানে একজন ব্যক্তি চাইলে তার প্রকাশ্য তথ্য এআই'র জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া হবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এখানে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে মানুষের জীবন সহজ এবং বাধাহীন করার কাজে। ভোক্তাদের ঠিক কি ধরণের পণ্য দরকার, এআই তা আঁচ করতে পারবে এবং যে কোন কাজ সম্পাদনেই সাহায্য করতে পারবে।

অন্যদিকে অ্যামি ওয়েব এআই নিয়ে বিপর্যয়কর যে দৃশ্যকল্প অনুমান করছেন, সেখানে ডেটা নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা থাকবে কম, অল্প কটি কোম্পানির হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে, এবং এআই মানুষের চাহিদা আগে থেকেই অনুমান করবে। তবে এর ফলে তাদের অনেক সময় ভুল হবে, অথবা মানুষের পছন্দকে তারা অনেক বেশি সংকুচিত করে ফেলবে।

অ্যামি ওয়েবের মতে, তিনি যে সম্ভাব্য আশাবাদী দৃশ্যপটের কথা বলছেন, সেরকম ঘটার সম্ভাবনা মাত্র ২০ শতাংশ।

বিবিসিকে অ্যামি ওয়েব বলেন, এই প্রযুক্তি আসলে কোন দিকে যাবে, তা নির্ভর করবে কোম্পানিগুলো এই প্রযুক্তি তৈরিতে কতটা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়, তার ওপর। তারা কি এটি স্বচ্ছতার সঙ্গে করছে? যে তথ্যভাণ্ডার থেকে চ্যাটবটগুলো তথ্য সংগ্রহ করছে, সেগুলোর সূত্র কী তারা প্রকাশ করছে? এগুলো কি তারা ঠিকমত তদারকি করছে?

তিনি বলেন, এক্ষেত্রে অন্য বিবেচনাটি হচ্ছে, এ ধরণের প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ এবং অপব্যবহার বন্ধে আইনি সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকার ফেডারেল নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং কংগ্রেস যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে আগাতে পারবে কিনা।

এক্ষেত্রে অতীতে ফেসবুক, টুইটার, গুগল বা এধরণের সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর বেলায় সরকারের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটা একটা উদাহরণ হতে পারে। সেই অভিজ্ঞতা খুব উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না।

অনেক আলোচনাতেই যে বিষয়টা আমি বেশি শুনেছি, তা হলো এ ধরণের যথেষ্ট আইনি সুরক্ষা ছিল না বলে উদ্বেগ, বলছেন মেলানি সুবিন। তিনি ফিউচার টুডে ইন্সটিটিউটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

তিনি সাউ বাই সাউথ ওয়েস্টের সম্মেলনে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিলেন।

কিছু একটা যে করতে হবে, এরকম একটা বোধ তৈরি হয়েছে। আমার মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে অশনি সংকেতের সেই কাহিনী মানুষের মনে আছে। লোকে যখন দেখে এআই'র কত দ্রুত উন্নতি ঘটছে, তখন লোকে সে কথাই স্মরণ করে।

সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর ওপর ফেডারেল নজরদারি মূলত ১৯৯৬ সালে কংগ্রেসের পাশ করা কম্যুনিকেশন ডিসেন্সী এ্যাক্ট দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এর সঙ্গে আছে আইনের ২৩০ ধারায় যুক্ত একটি সংক্ষিপ্ত এবং শক্তিশালী ধারা। এই আইনের ধারায় ইন্টারনেট কোম্পানিগুলোকে ব্যবহারকারীদের তৈরি করা কনটেন্টের জন্য তাদের ওপর দায় চাপানোর ব্যাপারটা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। এই আইনের বলে নাকি এমন একটা পরিবেশ তৈরি সম্ভব হয়েছে, যাতে করে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো ভালো ব্যবসা করতে পারে। কিন্তু অতি সম্প্রতি আবার এই আইনকেই দোষারোপ করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর এতে বেশি ক্ষমতাশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠার জন্য।

ডানপন্থী রাজনীতিকরা অভিযোগ করেন যে, এরফলে গুগল বা ফেসবুকের মত প্রতিষ্ঠান রক্ষণশীল মতাদর্শকে সেভাবে সামনে না আনার ক্ষমতা পেয়েছে। অন্যদিকে বামপন্থীদের অভিযোগ, এসব কোম্পানি ঘৃণা এবং সহিংসতার হুমকি রোধে যথেষ্ট করছে না।

মিশিগানের সেক্রেটারি অব স্টেট জোসেলিন বেনসন বলেন, ঘৃণ্য বাদানুবাদ যে ঘৃণ্য কাজে মদত দেয়, সেটা স্বীকার করা, এবং সেটার দায়িত্ব নেয়ার সুযোগ আমাদের আছে। ২০২০ সালে ডিসেম্বরে তার বাড়িকে টার্গেট করেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের সশস্ত্র সমর্থকরা। এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল ফেসবুকে। তারা ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল চ্যালেঞ্জ করছিল।

মিশিগানে একটি প্রস্তাবিত আইনে তিনি সমর্থন দিয়েছেন, যেটিতে জেনেশুনে ক্ষতিকর তথ্য প্রচারের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিকে দায়ী করা যাবে। ফেডারেল পর্যায়ে এবং অন্যান্য রাজ্যে একই ধরণের আইনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো যেন আরও সুরক্ষার ব্যবস্থা করে, সেটাও বলা হয়েছে। কনটেন্ট মডারেশন নীতির ব্যাপারে তারা যেন আরও খোলামেলা হয় এবং অনলাইনে হয়রানি বন্ধে যেন আরও সক্রিয় হয়, সেই দাবিও উঠছে।

কিন্তু এধরণের সংস্কারের প্রস্তাব সফল হওয়ার সম্ভাবনা কতটা, তা নিয়ে মতামত মিশ্র। বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওয়াশিংটন ডিসিতে বড় বড় লবি গ্রুপ আছে, তারা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার এবং নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। তাদের পকেটে অর্থও অঢেল। রাজনীতিকদের নির্বাচনী প্রচারণায় চাঁদার যোগান দিয়ে তাদের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

ফেসবুকে এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু ধরণের সমস্যার প্রমাণ থাকার পরও কিন্তু ২৫ বছর পেরিয়ে গেছে। আমরা কিন্তু এখনও ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য কংগ্রেসের দিক থেকে এখনো কোন ধরণের আইনের প্রতীক্ষায় আছি, কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব মোটেই পালন করেনি, বলছেন প্রযুক্তি বিষয়ক সাংবাদিক কারা সুইশার।

তিনি বলছেন, এখানে বিপদটা হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা সবচেয়ে বড় বড় কোম্পানি যেমন ফেসবুক, গুগল, আমাজন, অ্যাপল এবং মাইক্রোসফট তারাই এখন আবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। কাজেই কংগ্রেস যেখানে সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, সেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য এখন 'অস্ত্র প্রতিযোগিতার' মতো যেরকম দৌড় শুরু হয়েছে, সেটি নিয়ে কতটা কী তারা করতে পারবে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং সোশ্যাল মিডিয়ার এই তুলনা কেবল তাত্ত্বিক নয়। নতুন যে এআই প্রযুক্তি তৈরি হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু ফেসবুক, ইউটিউব বা টুইটারের মতো সাইটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে। এরপর এগুলোকে টগবগ করে ফুটতে থাকা ভুল তথ্য আর মিথ্যাচারের এক সমুদ্রে পরিণত করতে পারে। কারণ সত্যিকারের মানুষ থেকে ভুয়া মানুষের পোস্ট আলাদা করা তখন আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়বে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে পরিচালিত ভুয়া একাউন্টগুলো তখন এমনভাবে পরিচালিত হবে যে তাদের বিশ্বাস না করার কোন কারণ থাকবে না। সরকার যদি সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নীতি তৈরিতে সফলও হয়, ততদিনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ভুয়া তথ্যের বন্যায় ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যাবে। এসব নতুন রেগুলেশন তখন অর্থহীন হয়ে পড়বে।

যেভাবে লাখলাখ টাকায় কেনাবেচা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জাল সনদপত্র

ঢাকা ঃ বহু বছর ধরে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কশীট থেকে শুরু করে সার্টিফিকেট জাল করতো একটি চক্র। একেকটি সার্টিফিকেট ৫০ হাজার থেকে শুরু করে চার লাখ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হতো।

এই চক্রের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকার মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। এদের একজন বন্ধ হওয়া একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক ছিলেন।

ঢাকার রামপুরা এলাকার একটি বাড়ির ক্ষুদ্র একটি কক্ষে বসেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, শিক্ষা বোর্ডের নম্বরপত্র ও সনদপত্র দেয়া হতো। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার অভিযান চালিয়ে এই চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবির লালবাগ জোনাল টিম।

ডিবির উপপুলিশ কমিশনার মশিউর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, 'এই চক্রটি অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সার্টিফিকেট, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের নম্বরপত্র ও সনদপত্র জাল করে বিপুল টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছিল। এদের সাথে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারাও জড়িত ছিলেন।'

যেভাবে জাল করা হতো সনদ

পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করা মূল কাগজ দিয়েই জাল সনদ তৈরি করা হতো। এই চক্রটি দুই ধরনের সনদ বিক্রি করতো। যেসব সনদ যাচাই করতে হবে না, সেগুলো ৫০ থেকে এক লাখ টাকার মধ্যে বিক্রি করা হতো।

কিন্তু যেসব সনদ ভেরিফিকেশন করা হতে পারে, সেগুলো তিন থেকে চার লাখ টাকায় বিক্রি করা হতো। এক্ষেত্রে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশে অনলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হতো, যাতে অনলাইন ভেরিফিকেশনে সেটার সত্যতা পাওয়া যায়।

ডিবি কর্মকর্তা মশিউর রহমান বলছেন, ''নিরাপত্তার বৈশিষ্ট্য সম্বলিত আসল কাগজে এই সার্টিফিকেটগুলো এমনভাবে করা হতো যে, আসলের সাথে কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না। দেশে বা বিদেশে কেউ যাচাই করার চেষ্টা করলে সাধারণত অনলাইনেই করে থাকে। এতো নিখুঁতভাবে করা হতো আর অনলাইনে ভেরিফিকেশন করতে পারায় এটি যে জাল, তা আর ধরা যায় না।''

এভাবে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যেখানে কয়েক বছরে ১০১২ লাখ টাকা লাগে, মাত্র ৩৪ লাখ টাকায় সেই সনদ জোগাড় করে নিতো এক শ্রেণীর প্রতারক চক্র। গত কয়েক বছরে এভাবে কয়েক হাজার সনদ, প্রত্যয়ন পত্র, নম্বরপত্র জাল করে বিক্রি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে তারা কোটি কাটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এসব সনদ নিয়ে অনেকে দেশের বাইরেও পড়তে চলে গেছেন বলে পুলিশ জানতে পেরেছে।

পুলিশের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজনের নাম তারা জানতে পেরেছেন। এখন তাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হচ্ছে।

এর ফলে যারা এসব জাল সনদ নিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছেন বা দেশে চাকরি নিয়েছেন, সেখানকার কর্ম পরিবেশ নষ্ট করার পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তি সংকট তৈরি হচ্ছে বলে কর্মকর্তারা বলছেন।

বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর গত জানুয়ারিতে একটি তদন্তে ৬৭৮ জন শিক্ষকের জাল সনদ শনাক্ত করে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড, শিক্ষক নিবন্ধনসহ বিভিন্ন ধরনের জাল সনদ রয়েছে।

পুলিশের তদন্তে দেখা গেছে, দেশের কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জাল সনদ চক্রের সঙ্গে জড়িত। তারা অর্থের বিনিময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন তালিকায় এসব সনদ অন্তর্ভুক্ত করতো।

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলছেন, এখনো তাদের কাছে এই বিষয়ে কোন অভিযোগ আসেনি। তবে অভিযোগ বা পুলিশের তদন্তের বিস্তারিত পেলে তারা ব্যবস্থা নেবেন। কমিশনের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগের পরিচালক মোঃ ওমর ফারুক বলেছেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো নিজেদের মতো করে সনদ দিয়ে থাকে। এখনো সেটা পুরোপুরি নজরদারি করা সম্ভব হয়না। তবে যে জালিয়াতির কথা বলছেন, সে বিষয়ে অভিযোগ আসলে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা নেবো।'

তিনি বলছেন, জুলাই নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অটোমেশনের আওতায় আনার যে প্রক্রিয়া চলছে, সেটা কার্যকর হলে এই ধরনের প্রবণতা কমে যাবে বলে তারা আশা করছেন। কারণ তখন শিক্ষার্থী ভর্তির সঙ্গে মিলিয়ে সনদ বিতরণের তথ্য নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসা যাবে।

বাংলাদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি সমিতি অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

এই সংগঠনের একজন পরিচালক বেলাল আহমেদ বেলাল আহমেদ বলছেন, ' এসব ক্ষেত্রে মূল ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব আসলে ইউজিসির (ইউনিভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশনের)। তবে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আসলে অবশ্যই আমরা খতিয়ে দেখবো এবং সত্যতা পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন, আলু পেয়াজের দাম, দলীয় কোন্দলে আ'লীগ নেতাকর্মী খুনসহ নানা খবর

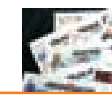

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ দলীয় কোন্দলে আ.লীগের নেতাকর্মী খুন বেড়েছে এই শিরোনামে প্রধান খবর করেছে দৈনিক কালের কণ্ঠ। প্রতিবেদনে মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন একাধিক বেসরকারি সংস্থার তথ্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন দলটির মধ্যে একাধিক রাজনৈতিক সহিংসতায় মারা গেছেন ছয়জন। আর এপ্রিল মাসে নিহত হয়েছেন আটজন। বিশ্লেষকরা বলছেন, ক্ষমতাসীন দলের পদপদবি পেলে, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। ফলে ব্যক্তিস্বার্থের লোভে অনেকে নিজ দলের নেতাকর্মীকে হত্যা করতেও পিছপা হয় না। প্রথম আলোর প্রধান শিরোনাম মিয়ানমারের প্রতি আস্থার ঘাটতি প্রত্যাবাসনে বাধা। প্রতিবেদনে বলা হয়, রোহিঙ্গাদের রাখাইনে প্রত্যাবাসনের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কক্সবাজার থেকে তাদের একটি প্রতিনিধিদলকে গত শুক্রবার মিয়ানমারের বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা রাজ্যটিতে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ছয় বছর পর আদি নিবাসে ঘুরে এসে তাঁরা মিয়ানমারের ফেরার ব্যাপারে উৎসাহ পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন। কারণ হিসেবে তারা বলছেন, রাখাইনে ফেরার মতো পরিবেশ নেই। এমন প্রেক্ষাপটে মিয়ানমার ও বাংলাদেশকে নিয়ে চীনের এবারের প্রত্যাবাসনের চেষ্টাও শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখবে কিনা সে প্রশ্ন সামনে এসেছে।

ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে আমেরিকার এতো আগ্রহের যত কারণ

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং ‑ দুই দেশের মধ্যে বৈরিতা বেড়েই চলেছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে দ্বৈরথ এবং দ্বন্দ্ব, তার রঙ্গমঞ্চ হয়ে উঠেছে ইন্দোপ্যাসিফিক এলাকা। বিশেষ করে বিশ্বের একক সুপারপাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চল। দেশটি এতোদিন মধ্যপ্রাচ্য এবং আফগানিস্তানে প্রভাব বিস্তার নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ধীরে ধীরে তারা নজর সরিয়ে এনেছে ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে।

ইউক্রেনে যুদ্ধ সত্ত্বেও এটা বলা যায়, আমেরিকার ভবিষ্যত ভূরাজনৈতিক পরিকল্পনায় ইন্দোপ্যাসিফিক হচ্ছে প্রধান অংশ। কিন্তু এই অঞ্চলের প্রতি আমেরিকার এতো আগ্রহের কারণ কী?

বৈশ্বিক ভূরাজনীতির ভরকেন্দ্র ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলে দেশ আছে এক ডজনেরও বেশি। আছে চীন, ভারত, পাকিস্তানের মতো পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। আছে জাপানকোরিয়ার মতো অর্থনৈতিক শক্তি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে যে ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্রাটেজি ঘোষণা করে, সেখানে তারা দেখিয়েছে ইন্দোপ্যাসিফিক দেশগুলোতে যে জনসংখা সেটা বৈশ্বিক জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি, যার ৫৮ শতাংশই আবার তরুণ। কর্মশক্তি এবং ভোক্তা দুই হিসেবেই সংখাটা বিশাল।

এখানকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৈশ্বিক অর্থনীতিরই দুইতৃতীয়াংশ, জিডিপি'র পরিমাণ হচ্ছে বৈশ্বিক জিডিপি'র ৬০ শতাংশ।

এছাড়া বিশ্বে যে সমুদ্র আছে, তার ৬৫ শতাংশ পড়েছে ইন্দোপ্যাসিফিকে, ভূমির ক্ষেত্রে যেটা ২৫ শতাংশ। সবমিলিয়ে এই অঞ্চল হয়ে উঠছে বৈশ্বিক রাজনীতির ভরকেন্দ্র এবং আগ্রহের কারণ।

যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির সরকার ও রাজনীতি'র অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, এই অঞ্চলের দেশগুলো গত একদশকে ব্যাপকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে।

আপনি যদি ২০৪০ সালের হিসেব করেন, তাহলে দেখবেন তখন সারা বিশ্বের জিডিপি'র ৪৫ শতাংশের বেশি এই অঞ্চলে থাকবে। দ্বিতীয় যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে, এই এলাকা দিয়েই মূলত ঃ বৈশ্বিক জ্বালানীর একটা বড় অংশের সরবরাহ অব্যাহত থাকবে।

তবে অধ্যাপক আলী রীয়াজ মনে করেন, এ এলাকায় মার্কিন আগ্রহের প্রধান কারণ হচ্ছে নিরাপত্তা।

যদি এই অঞ্চলে চীনের আধিপত্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে এখানকার সমুদ্রকেন্দ্রিক বাণিজ্যের উপর চীনের একধরণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

আমেরিকা যে ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্রাটেজি বা আইপিএস ঘোষণা করেছে, সেখানে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, ফিলিপাইন, বাংলাদেশসহ এখানকার দেশগুলোকে নিয়ে অংশগ্রহণমূলক, নিরাপদ ইন্দোপ্যাসিফিকের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই কৌশলে চীনকে অন্তর্ভূক্ত হয়নি।

বরং চীনকে ঐ অঞ্চলে প্রতিবেশীদের প্রতি আগ্রাসী এবং ক্ষতিকর হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বলা হয়েছে, চীন তার সামরিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত শক্তির সমন্বয়ে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী শক্তি হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে চীন প্রচলিত বিশ্বব্যবস্থা এবং নিয়মনীতিরও লংঘন করছে।

যদিও চীন পাল্টা অভিযোগ করছে, আইপিএসে'র মাধ্যমে মার্কিন নেতৃত্বে পশ্চিমা জোট আসলে সামরিকভাবে চীনকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। আর চীন আন্তর্জাতিক জলসীমায় জাহাজ চলাচলে বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু আইপিএসে'র মাধ্যমে আমেরিকা'র টার্গেট কি আসলেই চীন?

অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলছেন, আমেরিকা তার আইপিএস উদ্যোগে চীনকে রাখেনি। কারণ এখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চীনের সঙ্গে। যুক্তরাষ্ট্র আইপিএসে বলছে 'রুল বেইজড' বিশ্ব ব্যবস্থার কথা, যেটার নেতৃত্বে আছে যুক্তরাষ্ট্র।

চীন বলছে, এই ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে। কারণ এটা তৈরি হয়েছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। তখন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের যে অপরিমেয় ক্ষমতা ছিলো তারা সেভাবেই বৈশ্বিক রুল ঠিক করেছে। চীন সেই রুল মানতে চায় না, এটা বদলাতে চায়। এখানেই মূল দ্বন্দ্ব, বলেন অধ্যাপক রীয়াজ।

ইন্দোপ্যাসিফিকে চীন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারলে আমেরিকা সেখানে পিছিয়ে পড়বে।

আর এর প্রভাব পড়বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য এবং আধিপত্যের উপর। তাই আমেরিকা সেখানে চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

কিন্তু এখানে জাপানভারতের মতো দেশগুলোর স্বার্থ কোথায়?

চীনের সঙ্গে জাপানের বিরোধ আছে, দক্ষিণ কোরিয়ারও বিরোধ আছে। ভারতের সঙ্গেও সীমান্ত নিয়ে সংঘাত আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক রুকসানা কিবরিয়া বলেন, চীনের যে উত্থান তাতে আমেরিকা, জাপান সবাই চিন্তা করছে যে, চীনের সামরিক বাহিনী এখন ভারত মহাসগরেও নজরদারি করতে সক্ষম।

ফলে অতীতে যেটা হয়নি সেটাই হচ্ছে। আমেরিকা এমনকি ভারতকে চীনের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করতে অস্ত্র দিচ্ছে, বলেন রুকসানা কিবরিয়া।

তবে ভারতকে অস্ত্র সহায়তার পাশাপাশি আরেকটি কাজ করছে আমেরিকা। সেটা হচ্ছে, কোয়াড নামে সামরিক জোটকে সক্রিয় রাখা। এই জোটে আছে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া।

ইন্দোপ্যাসিফিকে আমেরিকার যেমন আগ্রহ আছে, তেমনি ভারতজাপানদক্ষিণ কোরিয়াসহ আসিয়ানভুক্ত কোন কোন দেশেরও আছে নিজস্ব স্বার্থ।

আর এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েই এখানকার দেশগুলোকে নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে অভিন্ন নিরাপত্তা কৌশল তৈরি করতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

তবে শেষপর্যন্ত এই এলাকায় চীনমার্কিন দ্বন্দ্ব কোনদিকে গড়ায় তার উপরই নির্ভর করছে অনেককিছু।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফসফরাস বোমা হামলা করার অভিযোগ

বাখমুট ঃ অবরুদ্ধ শহর বাখমুটে রাশিয়া ফসফরাস বোমা হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে ইউক্রেন। দেশটির সেনাবাহিনীর প্রকাশ করা ড্রোন ফুটেজে দেখা গেছে যে পুরো বাখমুট জ্বলছে। দেখে ধারণা করা হচ্ছে, যে শহরজুড়ে সাদা ফসফরাসের বৃষ্টি হয়েছে।

সাদা ফসফসরাস সমৃদ্ধ অস্ত্র নিষিদ্ধ নয়, তবে বেসামরিক এলাকায় এর ব্যবহার যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য হয়।

এ অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করলে একটি এলাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে যা নেভানো খুবই কঠিন। এর আগেও রাশিয়ার বিরুদ্ধে এ ধরণের অস্ত্র ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।

বাখমুট শহর কৌশলগতভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও গত কয়েকমাস ধরেই রুশ বাহিনী এই শহরটি দখলের চেষ্টা করছে।

পশ্চিমা কর্মকর্তাদের ধারণা, বাখমুটে কয়েকমাস ধরে চলতে থাকা অভিযানে ইতোমধ্যেই কয়েক হাজার রুশ সৈন্য মারা গেছে।

ফসফরাস হামলা নিয়ে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের করা এক টুইটে উল্লেখ করা হয় যে 'অগ্নিসংযোগকারী গোলা দিয়ে বাখমুটের অদখলকৃত এলাকাগুলোয়' হামলা করা হয়েছে।

ঠিক কোন সময় এই হামলা চালানো হয়েছে, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

ইউক্রেন যে ভিডিও ফুটেজটি প্রকাশ করেছে ‑ যেটিকে একটি নজরদারি করার ড্রোনের ফুটেজ হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে ‑ সেটিতে উঁচু ভবনগুলোতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট হওয়া অন্যান্য ফুটেজে দেখা যায় বড় এলাকাজুড়ে আগুন জ্বলছে আর রাতের আকাশ সাদা মেঘে ঢেকে আছে।

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকাশ করা ড্রোন ফুটেজটি বিশ্লেষণ করেছে বিবিসির একটি দল। তারা নিশ্চিত হয়েছে যে হামলার জায়গাটি হল বাখমুট শহরের কেন্দ্রের পশ্চিমে, একটি শিশু হাসপাতালের কাছে।

এই হামলায় কোনো ধরণের অগ্নিসংযোগকারী অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত হয়েছে ঐ বিশ্লেষণে। কিন্তু হামলায় ফসফরাসের ব্যবহার হয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি বিশ্লেষকরা।

ফসফরাস বোমা নিয়ে যে কারণে বিতর্ক

ইউক্রেনে এর আগেও সাদা ফসফরাস ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে।

যুদ্ধের শুরুর দিকে মারিউপোল দখলের যুদ্ধ সহ আরো কয়েকবার তারা এই অস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

মস্কো কখনোই যুদ্ধে ফসফরাস বোমা ব্যবহার করার অভিযোগ স্বীকার করেনি।

গত বছর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ফসফরাস বোমা ব্যবহারের অভিযোগ তুললে ক্রেমলিনের প্রেস সচিব দিমিত্রি পেসকভ মন্তব্য করেন যে যুদ্ধে 'রাশিয়া কখনোই আন্তর্জাতিক রীতি' ভঙ্গ করেনি।

সাদা ফসফরাস মোমের মত একটি পদার্থ যা ৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পুড়ে এবং অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে জ্বলে ওঠে।

এটি উজ্জল সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী তৈরি করে।

মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে যে এই রাসায়নিক যে ধরণের জখম তৈরি করে, তার 'ভয়াবহতার জন্য কুখ্যাত।'

এটি অত্যন্ত আঠালো ও এটি কোথাও লাগলে সেখান থেকে মুছে ফেলা খুবই কঠিন। ব্যান্ডেজ খুলে ফেলার পরও জখমে আবার আগুন জ্বলে ওঠার আশঙ্কা থাকে।

বেসামরিক এলাকায় আগুন লেগে যেতে পারে ‑ এমন অগ্নিসংযোগকারী অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে তৈরি করা 'কনভেনশন অন সার্টেইন কনভেনশনাল ওয়েপন' চুক্তিতে স্বাক্ষর রয়েছে রাশিয়ার।

কিন্তু মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে সাদা ফসফরাসের ব্যবহার এই চুক্তির অধীনে পড়ে না।

কারণ এর প্রাথমিক ব্যবহার হয় 'সেনা অভিযান গোপন রাখার জন্য ধোঁয়ার কুণ্ডলী তৈরি করতে।' হিউম্যান রাইটস ওয়াচের বক্তব্য অনুযায়ী, ইরাক ও সিরিয়ায় আইএস যোদ্ধাদের ওপর আমেরিকান সেনাবাহিনী এই ধরণের অস্ত্র ব্যবহার করেছে। সংস্থাটি বলছে, গত '১৫ বছরে এই অস্ত্র বারবার ব্যবহার হয়েছে।'

যুদ্ধের আগে বাখমুটের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার। এখন ঐ অঞ্চলে বেসামরিক নাগরিক নেই বললেই চলে।

এই হামলার একদিন আগেই রাশিয়ার প্যারামিলিটারি গ্রুপ ওয়াগনারের কমান্ডার ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, অস্ত্র সরবরাহ নিয়ে জটিলতা থাকায় ১০ই মে তারা বাখমুট থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে।

কমান্ডার ইয়েভগেনি প্রিগোঝিন মন্তব্য করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিহতের সংখ্যা 'জ্যামিতিক হারে বাড়ছে।' তার এই সিদ্ধান্তের জন্য রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দায়ী করেন তিনি।

শনিবার কমান্ডার প্রিগোঝিন বলেন যে রাশিয়ার আধা স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চল চেচনিয়ার নেতা রমজান কাদিরভ বাখমুট শহরে ওয়াগনারের জায়গা নিতে রাজি হয়েছেন।

তিনি ওয়াগনার সেনাদের পরিবর্তে তার নিজের সেনা সেখানে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন মি. প্রিগোঝিন।

তবে মি. প্রিগোঝিনের এমন দাবি স্বত্বেও ইউক্রেনের কর্মখর্তারা বলছেন, বাখমুটে ওয়াগনার আরো সৈন্য মোতায়েন করছে।

রাশিয়ায় আগামী মঙ্গলবার হতে যাওয়া বিজয় দিবস উদযাপনের আগে তারা বাখমুট দখল করতে চায় বলে দাবি করেছে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা। ইউক্রেনের ডেপুটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হানা মালিয়ার মন্তব্য করেন, আমরা লক্ষ্য করছি যে তারা রণাঙ্গনে থাকা পুরো ওয়াগনার বাহিনীকেই বাখমুটের দিকে নিয়ে আসছে।

এমন সময় এই হামলার ঘটনা ঘটলো যখন ইউক্রেন বড় ধরণের হামলা করার পরিকল্পনা করছে বলে ধারণা করা হ্চ্ছে।

ওয়াগনার প্রধান প্রিগোঝিনি নিজেই মন্তব্য করেছেন যে তার ধারণা অনুযায়ী ১৫ই মে'র মধ্যে ঐ আক্রমণ পরিচালিত হবে।

জাপোরিশা অঞ্চলেও ‑ যার ৮০ ভাগই রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে ‑ আক্রমণ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুক্রবার রাশিয়ার নিয়োগ করা জাপোরিশার গভর্নর ঐ এলাকার রণাঙ্গণের কাছে থাকা গ্রামগুলো থেকে মানুষ সরিয়ে নেয়ার আদেশ দিয়েছেন।